ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-229 ■ 29 May, 2025 ■ আগরতলা ২৯ মে, ২০২৫ ইং ■ ১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আলিপুরদুয়ারে দাঁড়িয়ে রণহুঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর

পশ্চিমবঙ্গ হিংসা, দুর্নীতি এবং আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতির কবলে পড়েছে, তা সরকারের নির্মমতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে

আলিপুরদুয়ার, ২৯ মে ।। আজ হিংসা, দুর্নীতি এবং আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতির কবলে পড়েছে, তা সরকারের নির্মমতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে এক নির্বাচনী জনসভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে এভাবেই তীব্র আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যের মানুষ এই নির্মমতার অবসান চায় এবং এক নতুন পরিবর্তনের আশায় বুক বাঁধছে বলে দাবি করেন মোদী।

মোদী বলেন, "আজ পশ্চিমবঙ্গ একাধিক সংকটে জর্জরিত। মানুষ আর নির্মম সরকার চায় না। তারা চায় পরিবর্তন, সুশাসন। সমগ্র বাংলা আজ বলে উঠেছে আর না, আর সহ্য নয় দুর্নীতি ও অত্যাচার।" তিনি মুর্শিদাবাদ ও মালদহে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া সাম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনাগুলিকে তুলে ধরে বলেন, এই ঘটনাগুলি প্রমাণ করে তৃণমূল সরকার কতটা নির্মম এবং সাধারণ মানুষের কষ্টে কতটা উদাসীন। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "প্রথমত, রাজ্যে সর্বব্যাপী হিংসা ও বিশৃঙ্খলা সমাজের ভিতকে ভেঙে দিচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মায়েদের ও বোনেদের মধ্যে ভয় ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

"প্রধানমন্ত্রী নন, যেন বিজেপির সভাপতি", মোদীকে তীব্র আক্রমণ ও চ্যালেঞ্জ মমতার

কলকাতা, ২৯ মে ।। 'অপারেশন সিঁদুর' এবং পহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার প্রেক্ষাপটে জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নয়, মোদী আজ যেন বিজেপির সভাপতির মতো বক্তব্য রাখছেন।

এদিকে, মুর্শিদাবাদে সাম্প্রতিক হিংসা নিয়ে মোদীর মন্তব্যকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে রাজ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে চাইছেন।" সেইসঙ্গে তিনি জানিয়ে দেন, তৃণমূল কংগ্রেস যে কোনও সময় নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিম্নচাপ বাড়াচ্ছে দাপট, রাজ্যে মাঝারি বৃষ্টিপাত

পশ্চিম সহ ৩ জেলায় লাল সতর্কতা জলমগ্ন আগরতলায় বিভিন্ন এলাকা

জেলাভিত্তিক বৃষ্টিপাতের হিসেব

পশ্চিম জেলা	:	৩৮২ এমএম
সিপাহিজলা	:	১৪৮.৫ এমএম
উত্তর ত্রিপুরা	:	৩১.৫ এমএম
দক্ষিণ ত্রিপুরা	:	৬৭.৫ এমএম
ঊনকোটি	:	২১ এমএম
খোয়াই	:	৫৫ এমএম
ধলাই	:	২০.৫ এমএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। ধীরে ধীরে নিম্নচাপ বাড়াচ্ছে দাপট। রাজ্যের বেশ কিছু জায়গায় গতকাল রাত থেকে শুরু হওয়া বৃষ্টিতে জনজীবনে ছন্দপতন ঘটেছে। তাছাড়া, আগামী ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরার সব জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের কমলা সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। প্রসঙ্গত, আজ দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৪ ডিগ্রি বলে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে। আগামীকাল সর্বোচ্চ ৩৪ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এদিকে শুক্রবার ৩০ মে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা, খোয়াই জেলা, ও সিপাহীজলা জেলাতে লাল সর্তকতা জারি করা হয়েছে। স্থানগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য কমলা সর্তকতা জারি করা হয়েছে। শুক্রবার প্রায় ৬০ কিমি প্রতি ঘন্টা বেগে ঝড়ো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

শনিবারে অর্থাৎ ৩১ মে উত্তর, ঊনকোটি, ধলাই, খোয়াই এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে উপরোক্ত জেলাগুলিতে। বাকি জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া দফতর থেকে জানানো হয়েছে, উত্তর-পশ্চিম এবং তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালনের প্রভাব ওড়িশা উপকূলে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। ওই ঘূর্ণিঝড় সঞ্চালনটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭.৬ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়েছে। এটি ধীরে ধীরে উত্তর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর থেকে জানানো হয়েছে, আজ রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত স্টেশন ভিত্তিক হিসেবে উত্তর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গভীর নিম্নচাপ রাইদিঘির কাছাকাছি পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করেছে, জারি রয়েছে সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ।। উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট গভীর নিম্নচাপটি বৃহস্পতিবার সকালে ঘণ্টায় প্রায় ২২ কিমি বেগে উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হয়ে পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূলের সাগরদ্বীপ ও খেপুপাড়া (বাংলাদেশ)-এর মধ্যবর্তী অঞ্চল, রাইদিঘির একেবারে কাছে দিয়ে উপকূল অতিক্রম করেছে। এটি আজ ২৯ মে সকাল ১১:৩০টার সময় ২২.০ºস উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮.৪ºস পূর্ব দ্রাঘিমাংশ বরাবর অবস্থান করছিল, যা ক্যানিং থেকে ৪০ কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে, মংলা (বাংলাদেশ) থেকে ১৩০ কিমি পশ্চিম-দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং খেপুপাড়া থেকে ১৯০ কিমি পশ্চিমে দূরত্বে রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই গভীর নিম্নচাপ উত্তর-উত্তরপূর্বাঞ্চলের দিকে এগোবে এবং আজ সন্ধ্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। ২০১৫ - ১৬ অর্থ বছরের তুলনায় কৃষকদের আয় এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। দেশব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জে আয়োজিত বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানে অংশ নিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের উন্নয়ন করার লক্ষ্যে এই অভিযানের সূচনা করা হয়েছে। প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের কল্যাণ সাধন করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কৃষকদের আর্থিকভাবে শক্তিশালী করতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই দিশায় কাজ করছে আমাদের রাজ্য সরকারও। আধুনিক প্রযুক্তির ধারণা সম্পর্কে কৃষকদের আরো অবগত করাই হচ্ছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোমতী জেলাশাসক-প্রদ্যোৎ বিতর্কে মুখ্যমন্ত্রী

প্রশাসনের সঙ্গে জননেতাদের সমন্বয় রক্ষায় সরকার সবসময় সচেষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। সম্প্রতি গোমতী জেলার জেলাশাসক তড়িৎ কান্তি চাকমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মা। তবে, সেই সময় জেলাশাসক তাঁর সঙ্গে দেখা না করায় শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসে তিপ্রা মথার প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং গোটা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন।

আজ, বুধবার মুখ্যমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানান। তিনি বলেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। মুখ্য সচিব ইতিমধ্যেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

তিনি আরও জানান, প্রশাসনের সঙ্গে জননেতাদের সমন্বয় রক্ষায় সরকার সবসময় সচেষ্ট। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের পরিস্থিতি পুনরায় না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মার সঙ্গে জেলাশাসকের সাক্ষাৎ না হওয়া নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নানা প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। বিরোধী মহল থেকেও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এই বিতর্ক কতদূর গড়ায় এবং সরকার এর পরিপ্রেক্ষিতেই কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তারই অপেক্ষায় রাজ্যবাসী।

টেট -এর প্রশ্নপত্রে একাধিক ভুল পরীক্ষার্থীদের শিক্ষা ভবন ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। ত্রিপুরা টিচার্স এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট) পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে একাধিক ভুল ছিল। এমনটাই অভিযোগ তুলে আবারো শিক্ষা ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন দেখিয়েছেন পরীক্ষার্থীরা। তাঁরা টিআরবিটির চেয়ারম্যান ডঃ প্রত্যুষ রঞ্জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে জিবি হাসপাতালের সামনে সিপিএমের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। বিজেপি সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। আজ এমনটাই অভিযোগ তুলে জিবি হাসপাতালে সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে সিপিআইএম উত্তর আগরতলা অঞ্চল কমিটি। পরবর্তী সময়ে একাধিক দাবিতে হাসপাতালের সুপারের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে সংগঠনের নেতৃত্বরা।

এদিন সিপিএম সদর জেলা কমিটির সম্পাদক অমল চক্রবর্তী বলেহ, বিজেপি সরকারের আমলে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা তলানিতে নিয়ে পৌঁচ্ছেছে। বিশ্বমানের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা বলে বর্তমানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা শেষের পথে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছে। এমনকি, জিবি হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আউটসোর্সিং প্রথা বাতিল সহ একাধিক দাবিতে সরব অস্থায়ী বিদ্যুৎ কর্মীরা

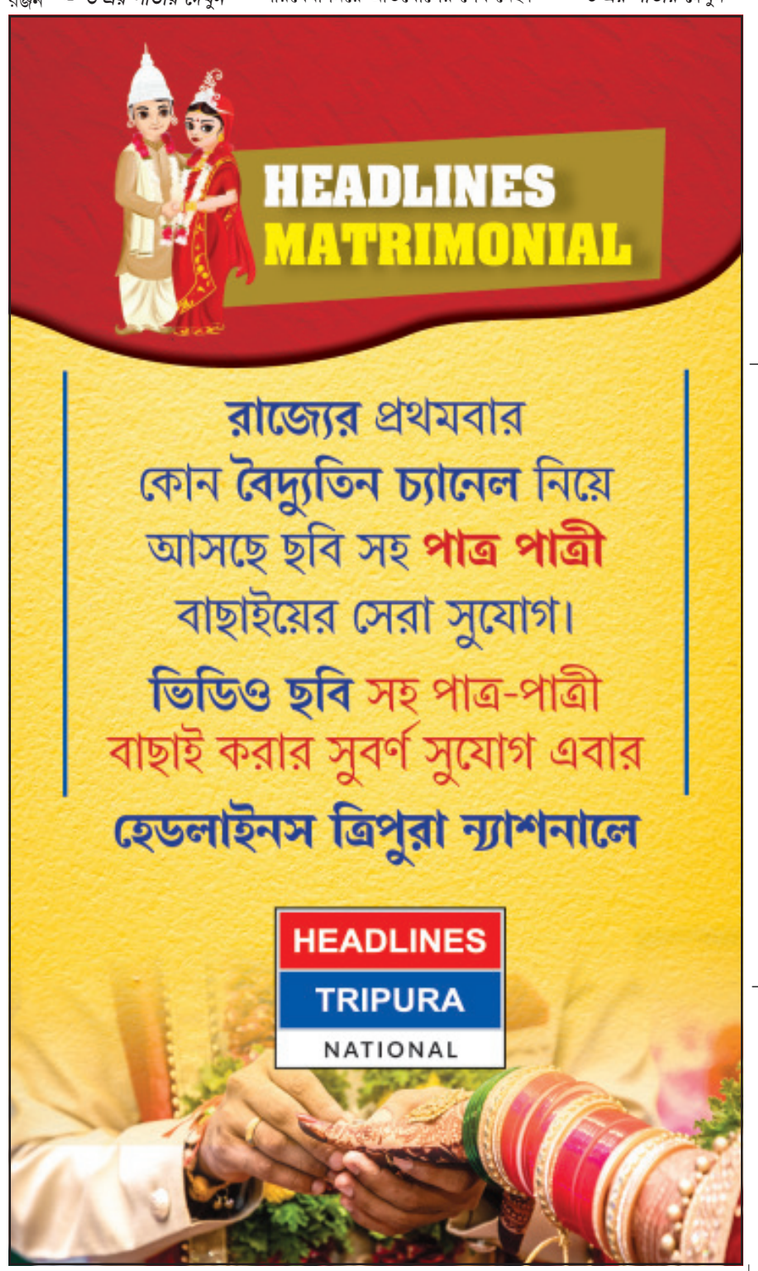

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। বকেয়া বেতন পরিশোধ, আউটসোর্সিং প্রথাকে বাতিল করে সরাসরি বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীন নিয়োগ করা সহ চার দফা দাবিতে আবারো সরব হয়েছেন ভিশন প্লাসের অধীন বিদ্যুৎ কর্মীরা। আজ তাঁরা বিদ্যুৎ ভবনের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনেও সামিল হয়েছেন। জনৈক বিদ্যুৎ কর্মী জানিয়েছেন, গত পাঁচ বছর যাবৎ ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেডের সহযোগী সংস্থা ভিশন প্লাসের অধীনে প্রায় ৬০০ জন কর্মী বিভিন্ন পদে নিযুক্ত আছেন। বিদ্যুৎ দফতর থেকে বলা হয়েছিল তাঁদের প্রতিবছর বেতন বৃদ্ধি করা হবে। কিন্তু পাঁচ বছর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগামী ৩০ জুন থেকে শুরু হবে বছর বাঁচাও পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। আগামী ৩০ জুন থেকে বছর বাঁচাও পরীক্ষা শুরু হবে। পাশাপাশি, আগামীকাল ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পুনঃমূল্যায়নের ফলাফল প্রকাশ করা হবে। আজ এমনটাই বিজ্ঞপ্তি জারি করল ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০২৫ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চতর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেন্দ্রীয় সরকার মাওবাদী সন্ত্রাসবাদীদের দমনে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে, এতে সন্ত্রাস অনেকটাই কমেছে: তেলেঙ্গানা রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। দীর্ঘদিন ধরে মাওবাদী সন্ত্রাসবাদীরা অশান্তির পরিবেশ কায়েম করে রেখেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মাওবাদী সন্ত্রাসবাদীদের দমন করতে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে। মাওবাদী সন্ত্রাস অনেকটাই কমেছে বলেও দাবি করলেন তেলেঙ্গানা রাজ্যপাল জীষ্ণু দেববর্মা। মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে আগরতলা প্রেসক্লাবে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় আজ।উপস্থিত ছিলেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা, মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য, সমাজসেবী বিপিন দেববর্মা, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার সহ অন্যরা।

বৃহস্পতিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে মহারাজা বীর বিক্রম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা। এদিন রক্তদান শিবির পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তেলেঙ্গানা রাজ্যপাল দেববর্মা বলেন রক্তদান মহৎ দান। রক্তদানের বিকল্প কোন কাজ হতে পারে না। রক্ত কোন ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা যায় না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার বহুদূর অগ্রসর হলেও বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত রক্তের বিকল্প কোনো কিছু আবিষ্কার করতে পারেননি। একমাত্র রক্তদানের মধ্য দিয়েই রক্তের ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। স্বাভাবিক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৩০ মে, ২০২৫ ইং
১৫ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার ,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মা ও শিশুর পুষ্টি প্রকল্প আরো সবল করিতে হইবে

আত্মনির্ভর ভারতের স্বপ্ন ক্রমশই ম্লান হইয়া যাইতেছে। পুষ্টির অভাবে শিশুরা রোগ আক্রান্ত হইতেছে। মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে দেশের সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র গুলির মাধ্যমে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করিলেও তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতের শীর্ষ ও মায়েদের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশ্ব ক্ষুধা তালিকার দিকে পিছন ফিরিয়া তাকাইলে ইহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে। ভারতকে এই অবস্থান হইতে উত্তরণের জন্য সরকারকে আরো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষা অস্বীকার করলেই বাস্তব সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে না। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়নশীল দেশ আত্মমর্যাদার প্রশ্নে বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট নাকচ করিয়া নিজেদের স্বনির্ভর বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। এই ধরনের অবস্থান মোটেও সুখকর নয়।

২৮ মে বিশ্বজুড়ে পালিত হয় ক্ষুধা দিবস। ইংরেজিতে যাহাকে বলা হয় ওয়ার্ল হাঙ্গার ডে। বর্তমানে দেশে চলিতেছেলোকসভা ভোট। প্রত্যেক রাজনীতিক দলইভোট টানিতে দিয়া চলিয়াছেন একের পর এক প্রতিশ্রুতি। কেউ বছরে ১ লক্ষ তো কেউ রেশনের প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এইপ্রতিশ্রুতির পেছনে আসলে দেশের জনগণের কি হাল তাহা কি জানেন? মসনদে আসীন পদ্ম শিবির যাই বলুক না কেন দেশের ক্ষিদের আসল ছবি দেখাইয়া দিয়াছে ২০২৩ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত বিশ্ব ক্ষুধা সূচক। এই সূচকে যে তথ্য মিলিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই । ভারত যে নম্বর পাইয়াছে তাহাকে বিপজ্জনক বলাই ভালো। ১২৫টি দেশের মধ্যে ক্ষুধা সূচকে ভারতের স্থান ১১১ নম্বরে। ১০০ সূচকের মধ্যে ভারত ২৮.৭ নম্বর পাইয়াছে। অথচ দেশের দারিদ্রজনিত ক্ষুধার হাহাকার নিরাময়ে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন তৈরি হইয়াছে ২০১৩ সালে। সবথেকে লজ্জার রেকর্ড গড়িয়াছে ভারত। শিশু অপুষ্টি ও মৃত্যুর হারে গোটা বিশ্বে ভারত সবার উপরে আসন পাইয়াছে। যাহার হার ১৮.৭ শতাংশ। তাহার আগের বছর ভারত ছিল ১০৭ নম্বরে। যদিও এইরিপোর্টকে ভুয়ো বলিয়া ২০২৩ সালেও কেন্দ্র জবাবদিহিতে বলিয়াছিল।

দেখা গিয়াছে, দেশের ৮৯ শতাংশ শিশু, যাহাদের বয়স ৬-২৩ মাসের মধ্যে, তাহাদের কপালে ন্যূনতম পুষ্টিকর খাবার জোটে না। যাহার ফলে রক্তাল্পতার অসুখে ভোগে তাহাদের অধিকাংশই। প্রসূতি থেকে ১৫-৪৯ বয়সি মহিলা এবং ৬ বছরের নীচে শিশু ও কৈশোরে পা দেওয়া নাবালক সকলেই এই রক্তের অভাবের শিকার।

২০১৪ সালে ভারত বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ৭৬টি দেশের মধ্যে ৫৫ নম্বরে ছিল। বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের সামান্য উপরে হইলেও নেপাল ও শ্রীলঙ্কার তলায়। বর্তমানে আফ্রিকার দেশগুলির থেকেও নীচে রহিয়াছে আত্মনির্ভর ভারত। শিশু ও মায়েদের আরো বেশি পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা জরুরী। কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেই যাতে মাতৃ গর্ভে পর্যাপ্ত পুষ্টি পায় সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

মণিপুরে পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রের পূর্ণ সহায়তা, থাঙ্গা অঞ্চলকে জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত করার ঘোষণা নীতিন গড়কড়ীর

নয়াদিল্লি, ২৯ মে : মণিপুরে শান্তি, সংযোগ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়কড়ী এবং বিজেপি মণিপুর শাখার মুখ্য মুখপাত্র ও লোকতাক ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান এম. আসনিকুমার সিংয়ের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠক মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে মন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে হয়।

বৈঠকে মণিপুর রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য একাধিক পরিকাঠামোগত প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিশেষ করে থাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রের বহুদিনের সংযোগ সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে আসনিকুমার সিং একটি সুসংহত প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে, বিশনুপুর, ইম্ফল ওয়েস্ট, কাকচিং এবং থৌবাল জেলার অরং তেরা, লাফুপাত, কোমলাখং সহ পার্শবর্তী অঞ্চলগুলি দীর্ঘদিন ধরেই কঠিন ভূপ্রকৃতি ও অবকাঠামোগত ঘাটতির সম্মুখীন।

প্রস্তাবিত প্রকল্পটির মুখ্য দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মইরাং-থাঙ্গা রোডের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, যা স্থানীয় মানুষের জন্য একটি কৌশলগত করিডোর হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া লোকতাক হ্রদের উপর একটি নতুন সেতু নির্মাণের প্রস্তাব রয়েছে, যা মুকাপ, মান্ধা ও ছিংথিকে সংযুক্ত করে আন্তঃআঞ্চলিক চলাচল আরও সহজ ও দ্রুততর করবে। প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তার অংশকে জাতীয় সড়ক ২ -এর সঙ্গে সংযুক্ত করা, যার ফলে এই রাস্তাটি জাতীয় কৌশলগত এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব লাভ করবে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে থাঙ্গা কেন্দ্রের সার্বিক রূপান্তর ঘটবে বলে মনে করছেন এম. আসনিকুমার সিং। তাঁর মতে, এই প্রকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়নের পাশাপাশি ইকো ও হেরিটেজ ট্যুরিজমকে উৎসাহিত করবে। একই সঙ্গে আতিথেয়তা ও পরিষেবা খাতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, যা বিশেষ করে গ্রামীণ ও তরুণ সমাজের জন্য টেকসই জীবিকার পথ প্রশস্ত করবে। এই উদ্যোগ থাঙ্গাকে মণিপুরের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

তিনি আরও বলেন, এই প্রস্তাব ভারত সরকারের ”অ্যাক্ট ইস্ট পলিসি”-র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আন্তঃরাজ্য ও আন্তর্জাতিক করিডর সংযোগ জোরদার করার লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গড়কড়ী প্রস্তাবটি মনোযোগ সহকারে পর্যালোচনা করে এর গুরুত্ব স্বীকার করেন এবং বহিরাগত সহায়তা প্রোগ্রাম-এর আওতায় দ্রুত মূল্যায়নের নির্দেশ দেন। তিনি প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রকের পূর্ণ সহায়তার আশ্বাসও দেন।

প্রস্তাবটি ইতিমধ্যেই মণিপুরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং জন নির্মাণ মন্ত্রীর সমর্থন পেয়েছে। জন নির্মাণ দফতরের সচিবালয় ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রধান প্রকৌশলীকে একটি কনসেপ্ট নোট ও বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন প্রস্তুতের নির্দেশ দিয়েছে।

এই উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ মণিপুরের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে চলেছে, যা রাজ্যের শান্তি, সংযোগ এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করবে।

ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ নিয়ে যেসব প্রশ্নের উত্তর মেলেনি

ইশাদ্রিতা লাহিড়ী

গত ২২ এপ্রিল পহেলগামে বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জনের মৃত্যু হয়। সেই হামলার হামলার প্রায় ১৫ দিন পর ভারত সীমান্ত ও নিয়ন্ত্রণ রেখার ওপারে থাকা নয়টা লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করে সামরিক অভিযান চালায়।

ভারত দাবি করেছে, নিশানা করা ওই লক্ষ্যবস্তুগুলো ''সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি'' ছিল।

এরপরই সীমান্তের ওপার থেকে ড্রোন দিয়ে হামলা চালায় পাকিস্তান। এই সংঘর্ষ চলাকালীন এবং তার পরেও দু'তরফে বহু দাবি জানানো হয়েছে, অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগও উঠেছে।

এর মধ্যে কিছু দাবি যাচাই করা হয়েছে। তবে বেশিরভাগই এখনো নিশ্চিত করা যায়নি।

পহেলগামে হামলাকারী

পহেলগাম হামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে চিহ্নিত করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। এদের মধ্যে একজন কাশ্মীরি ও দু'জন পাকিস্তানি ছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছিল।

এদের মধ্যে আদিল হুসেন ঠোকার, হাশিম মুসা ওরফে সুলেমান এবং আলি ভাই ওরফে তালহা ভাই বলেও পুলিশের তরফে জানানো হয়। এদের সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার জন্য ২০ লাখ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়।

পরে জাতির উদ্দেশে ভাষণে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'সন্ত্রাসীরা আমাদের বোনেদের সিঁদুর মুছে দিয়েছে। তাই ভারত এই সন্ত্রাসের সদর দফতরকেই ধ্বংস করেছে। ভারতের এই হামলায় শতাধিক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে।'

কিন্তু এখনো যে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে তা হলো--- --- পহেলগামের হামলাকারীদের কী হলো?

সেনাবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার (অবসরপ্রাপ্ত) জীবন রাজপুরোহিতের কাছে এই একই প্রশ্ন করেছিল বিবিসি।

উত্তরে ব্রিগেডিয়ার রাজপুরোহিত বলেছেন, 'এই সন্ত্রাসীদের নির্মূল করা কঠিন। কারণ তাদের চারপাশে স্থানীয় সমর্থকদের একটা নেটওয়ার্ক রয়েছে। দ্বিতীয়ত, তারা পাকিস্তানের কাছ থেকে সাহায্য পায়।'

'এই দু'টো কারণে ভারতের জন্য সন্ত্রাসবাদকে একেবারে গোড়া থেকে উৎখাত করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে। (সন্ত্রাসবাদ) এটা একটা কাঠামো। তাই সন্ত্রাসবাদের শিকড়কে উপড়ে ফেলতে হলে শুধু সন্ত্রাসীদের হত্যা করাই যথেষ্ট নয়, বরং যে কাঠামো এটা পরিচালনা করে সেটা গুঁড়িয়ে ফেলা দরকার।'

তিনি বলছেন, 'এই সন্ত্রাসীদের হত্যার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো পাকিস্তানে এই গোটা মতাদর্শের অবসান করা। কয়েকজন সন্ত্রাসীকে হত্যা করে সন্ত্রাসবাদের মূলে আঘাত হানা যাবে না।'

ইনস্টাগ্রামে বিবিসি বাংলা ফলো করতে ক্লিক/ট্যাপ করুন এখানে

হতাহত কতজন?

আন্তঃসীমান্ত হামলায় বেসামরিক নাগরিক ও নিরাপত্তাকর্মীরাও নিহত হয়েছেন এবং বিবিসিসহ বেশ কয়েকটা গণমাধ্যম নিহতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছে। তবে নিহতদের সম্পর্কে কোনো সরকারি পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি ভারত।

এখানে যে প্রশ্নটা উঠছে তা হলো, যখন সীমান্তে গোলাগুলি চলার আশঙ্কা ছিল, তখন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কি সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া উচিত ছিল না?

এই প্রশ্নের উত্তরে সেনার এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) দীপ্তেন্দু চৌধুরী বলেছেন, 'এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে। প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব প্রটোকল থাকে। কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী এলাকায় জনসংখ্যা সবচেয়ে কম। জম্মুতে জনসংখ্যা বেশি এবং পাঞ্জাবে তা সর্বোচ্চ।'

'সীমান্তের কাছাকাছি যারা বাস করেন তারা এর আগেও এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। বহু বছর ধরেই তারা গোলাগুলির সম্মুখীন হচ্ছেন। সেখানকার মানুষ আগে থেকেই প্রস্তুত থাকেন। সেখানে বাংকার আছে। নানান গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাও আছে। যখন সাইরেন বেজে ওঠে বা ব্ল্যাকআউট হয়, তখন তারা জানে কী করতে হবে।'

তবে যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধি হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হয় বলে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি বলেছেন, 'যখন যুদ্ধের আশঙ্কা বাড়ে বা সেনা মোতায়েনের পরিমাণ বাড়তে থাকে, তখনই সেখান থেকে বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার হয়। সীমান্ত এলাকা খালি করা হয়।'

'এর জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া হয়। কিন্তু যেহেতু এটা সেই অর্থে যুদ্ধ ছিল না, তাই তেমনটা করা হয়নি। গোলাগুলি হঠাৎ শুরু হয়ে যায়, তাই আগে থেকে সতর্ক করা সম্ভব হয়নি।'

যুদ্ধ বিমান ভূপাতিত করার দাবি

জম্মু ও কাশ্মীরের পাম্পোর এলাকায় একটা বিশাল ধাতব টুকরো পাওয়া গিয়েছিল। তবে সেটা কোনো ভারতীয় বিমানের অংশ ছিল কি না তা অস্বীকার বা নিশ্চিত কোনোটাই করেনি ভারত সরকার।

অন্যদিকে পাকিস্তান দাবি করেছে, তারা ভারতের রাফাল যুদ্ধবিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছে।

এয়ার মার্শাল একে ভারতীকে সাংবাদিক সম্মেলনে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা কম্ব্যাট পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছি এবং ক্ষতি এরই একটা অংশ। আপনার প্রশ্ন করা উচিত, আমরা কি আমাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি? আমরা কি সন্ত্রাসী ঘাঁটি ধ্বংস করার লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি? এবং উত্তর হলো- হ্যাঁ।'

এয়ার মার্শাল ভারতী সেই সময় বলেছিলেন, 'এই মুহূর্তে এর চেয়ে বিস্তারিত আর কিছু বলা যাচ্ছে না। এতে বিরোধীরা লাভবান হতে পারে...। হ্যাঁ, আমি শুধু এটুকুই বলতে পারি... আমাদের সব পাইলট দেশে ফিরেছেন।'

ভারত পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান গুলি করে ভূপাতিত করেছে কি-না জানতে চাইলে এয়ার মার্শাল একে ভারতী বলেছিলেন, 'আমাদের ভূখণ্ডে ওদের বিমানকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল। সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ আমাদের কাছে নেই।'

এয়ার মার্শাল চৌধুরীর মতে, যখন কোনো অভিযান চলে তখন ক্ষয়ক্ষতির কথা জনসমক্ষে জানাতে হবে কি না তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে।

তিনি বলেছেন, 'উদাহরণস্বরূপ বালাকোটের কথাই ধরুন। তখন আমরা আমাদের অভিযানের সাফল্য নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে প্রস্তুত ছিলাম না। সেই সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশ্যে তথ্য দিচ্ছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এসেছিল পরে।'

'যতক্ষণে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এসেছে, ততক্ষণে ন্যারেটিভ পাল্টে গিয়েছে। দু'দিন পর অভিনন্দনকে (ভারতীয় যুদ্ধবিমানের পাইলট আভিনন্দন বর্তমান) ধরা হয়। এরপরই গোটা বিশ্বের নজর সেদিকে চলে যায়। সন্ত্রাসকে নিশানা করার ভারতের যে কৌশলগত উদ্দেশ্য ছিল, সেটা ভুলে যাওয়া হয়েছে।'

এয়ার মার্শাল চৌধুরী বলেন, 'সেনাবাহিনীর ক্ষতি হবে। এটা তাদের কাজের অংশ। হিসাব করা জরুরি নয়। কে কতগুলো বিমান ভূপাতিত করেছে সেটা বড় কথা নয়। মূল কথা হওয়া উচিত- আমরা কি আমাদের কৌশলগত লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছি কি না? লোকসান তো থাকবেই, কিন্তু কৌশলগত উদ্দেশ্য কি অর্জন করতে পেরেছি? সেটাই গুরুত্বপূর্ণ।'

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কী আলোচনা হয়েছিল?

ভারত ও পাকিস্তানের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি নিয়ে ঘোষণার আগেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এ নিয়ে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন।

তিনি দাবি করেন, তার সরকারের মধ্যস্থতার কারণে দুই দেশ ''অবিলম্বে এবং সম্পূর্ণভাবে সংঘাত বন্ধ করতে'' সম্মত হয়েছে।

অন্যদিকে ভারত বলছে, পাকিস্তানের ডিরেক্টর জেনারেল অফ মিলিটারি অপারেশনের (ডিজিএমও) উদ্যোগে এই যুদ্ধবিরতি হয়েছে। ভারত ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি অস্বীকার না করলেও তা নিশ্চিতও করেনি।

ভারতের সাবেক কূটনীতিক দিলীপ সিং বিবিসির সঙ্গে কথোপকথনের সময় তার অনুমানের কথা প্রকাশ করেছেন।

মি. সিংয়ের মতে, 'মনে হচ্ছে পাকিস্তান হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। তারপর হয়ত ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কথা বলেছে। ভারত হয়তো বলেছে যে আমরা প্রস্তুত, কিন্তু এই উদ্যোগটা পাকিস্তানের দিক থেকে আসা উচিত।'

'এরপরই পাকিস্তান তাদের ডিজিএমও-কে ভারতের ডিজিএমও-র সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়। আমাদের ডিজিএমও নিশ্চয়ই যুদ্ধবিরতিতে সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন হয়ত। এরপরই যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়।'

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের ভালো সম্পর্ক রাখাটা দরকার। মি. সিংয়ের কথায়, 'ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেক কিছু ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। (দুই দেশের মধ্যে) এই সম্পর্ক কিন্তু শুধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়।'

যুদ্ধবিরতি ও বিরোধী দল

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বিবৃতি ও যুদ্ধবিরতির ঘোষণার পর বিরোধী রাজনীতিবিদরা একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন। কীভাবে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের জন্য সরকারকে প্রতিনিয়ত চাপও দিচ্ছে তারা। যুদ্ধবিরতিতে যুক্তরাষ্ট্রের কী ভূমিকা ছিল তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করার দাবিও তোলা হয়েছে বিরোধীদের পক্ষ থেকে।

প্রশ্ন উঠছে, এই জাতীয় সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে সরকারের কি বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত?

মি. সিং বলেছেন, 'এটা কোনো প্রোটোকলের অংশ নয়। বেশকিছু বিষয় দেখে সরকারকে এই জাতীয় কৌশলগত ও সামরিক পদক্ষেপে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাই যারা এই অভিযানের সঙ্গে সরাসরি জড়িত নন, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করা সম্ভব হয় না।'

'অভিযানের বিবরণ সবাইকে জানানো হয় না। অভিযান সংক্রান্ত বিবরণ প্রকাশ করলে নিরাপত্তার দিক থেকে একটা বড় ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।'

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ও দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক চন্দ্রচূড় সিং জানিয়েছেন, সামরিক নীতি নিয়ে বিরোধীদের সঙ্গে পরামর্শ করার কোনো নজির নেই।

তিনি বিবিসিকে বলেন, 'একবার ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কথাই ধরুন। তখনও বিরোধীদের সঙ্গে যুদ্ধের কৌশল নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি। সংসদীয় ব্যবস্থায় সামরিক বাহিনী সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত সংসদে আনা হয় না। যতই সেই নিয়ে পরে আলোচনা করা হোক না কেন।'

অধ্যাপক সিং বলছেন, 'সেনাবাহিনী সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত তারাই নেয় যাদের কাছে অভিযানের বিবরণ এবং সামরিক গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে। সুতরাং যুদ্ধবিরতি হবে কি না- সেই নিয়েও বিরোধীদের জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই বলে আমার মনে হয়।'

শেষ পর্যন্ত কি মনের মতো স্টুডিও গড়ে তুলতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ?

ছবি আঁকার জন্যে তাঁর একটা কাঠের টেবিল ছিল। ডেস্কের মতো তার সামনেটা ঢালু হয়ে এসেছে। টেবিলের অন্যপ্রান্তে, পিছনের দিকে খোপ-কাটা সেলফে রং তুলি রাখার ব্যবস্থা। তবে তিনি যে খুব গুছিয়ে বসে ছবি আঁকতেন, তা নয়। ভেতরে ভেতরে আর্টিস্টের ছটফটানি সর্বদা তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। তাড়াহুড়োয় পেনসিল ভেঙে যাওয়া, কলমের খোঁচায় কাগজ ফুটো হয়ে যাওয়ার ঘটনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। সুশোভন অধিকারী

একটা প্রশ্ন প্রায়ই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রবি ঠাকুরের ছবি আঁকার জায়গাটা কেমন ছিল? কবিতা লিখতে কাগজ আর কলম হলেই চলে। সে একখানা খাতা বা বন্ধু, তথা অনুরাগিণীর উপহার দেওয়া ডায়ারিই যথেষ্ট। কিন্তু ছবির বেলায় তো অনেক সরঞ্জাম লাগে। কাগজ-রং-তুলি, কাগজ-বোর্ড, জলের পাত্র, হাতমোছার কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি মিলিয়ে— সে হরেক কিসিমের আয়োজন। সেসব তিনি কেমনভাবে সামলাতেন? তিনি কি ঘরের কোণে জানলার পাশে তাঁর ছবি আঁকার স্টুডিও গড়ে নিয়েছিলেন? আরেকটা প্রশ্নও উঠে আসে। প্রায় আড়াই হাজার ছবির সবই কি কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় বসে আঁকা? নাকি উত্তরায়ণ প্রাঙ্গণের সব বাড়িগুলোই তাঁর ছবি আঁকার পরিসর হয়ে উঠেছিল? উদয়ন বা শ্যামলীতে বসে ছবি এঁকেছেন, সে আমরা জানি। উদয়ন বাড়িতে অঁকা ছবির সংখ্যা সম্ভবত বেশি। বছর পাঁচেক বাদে ১৯৩৫ নাগাদ 'শ্যামলী' তৈরি হলে সেখানেও ছবি আঁকা হয়েছে, বাদ যায়নি 'কোণার্ক', 'পুনশ্চ', 'উদীচী'। কয়েকটা ছবির পিছনে বাড়ির নামও লিখে রেখেছেন। ছবি আঁকার জন্যে তাঁর একটা কাঠের টেবিল ছিল। ডেস্কের মতো তার সামনেটা ঢালু হয়ে এসেছে। টেবিলের অন্যপ্রান্তে, পিছনের দিকে খোপ-কাটা সেলফে রং তুলি রাখার ব্যবস্থা। তবে তিনি যে খুব গুছিয়ে বসে ছবি আঁকতেন, তা নয়। ভেতরে ভেতরে আর্টিস্টের ছটফটানি সর্বদা তাঁকে তাড়া করে বেড়িয়েছে। তাড়াহুড়োয় পেনসিল ভেঙে যাওয়া, কলমের খোঁচায় কাগজ ফুটো হয়ে যাওয়ার ঘটনা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। নিজেই বলেছেন সে কথা। বলেছেন, আঁকার সময় এমন জোরে চাপ দেন যে পেনসিলের শিস পটটকরে ভেঙে যায়। কারণ মনটা দৌড়তে থাকে।

মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' বইতে আছে ছবিঠাকুরের আঁকা নিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং গল্প। সে বেশ মজার। সেবারে কবি রয়েছেন মংপুতে। সেই সময় মৈত্রেয়ীর মাসি সুব্রতা তাঁর তেলরঙের সরঞ্জাম নিয়ে এসে হাজির। কবিকে দিয়ে একখানা ছবি আঁকিয়ে নিতে চান। রবি ঠাকুর আবার তেলরং দিয়ে ছবি আঁকতে একেবারেই ভালোবাসেন না। সে বড় সময়সাপেক্ষ, একবার রং লাগিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়--- শুকোনোর জন্যে। সে ধৈর্য তাঁর একেবারে নেই। তাও অনেক অনুনয়-বিনয়ে তিনি নিমরাজি হলেন। বাকিটা মৈত্রেয়ীর জবানিতে শুনি— "অনেক করে বুঝিয়ে বলে, কাগজ কেটে, বোর্ড দিয়ে রঙ সাজিয়ে দেওয়া হল, ফস করে একটা মুখের টেনে তারপর ভাবতে লাগলেন। যেন বিষম বিপদে পড়ে গেছেন। —'মাসী! একি সঙ্কটে ফেললে'। আমরা খাবার ঘরে আড্ডা দিচ্ছি, আলুবাবু (সচ্চিদানন্দ রায়) ছুটে এলেন 'শিগগির চলুন, ছবি নিয়ে হইচই করছেন', —ঘরে ঢুকে দেখি হাতে জামায় রঙ মেখে ছবিখানা নিয়ে বসে আছেন।" এই হচ্ছে রবি ঠাকুরের ছবি আঁকা। অবনীন্দ্রনাথ বুঝি এই ভেতরের-কেই বলেছেন 'ভলক্যানিক ইরাপশন'। অন্যদিকে অবনঠাকুর ছবি আঁকতেন স্থির শান্ত সমাহিত ভাবে। 'রবিকা'র মতো রং-তুলি নিয়ে কোনওরকম ধ্বস্তাধস্তি ছিল না তাঁর। নন্দলালের আঁকা 'গুরু' শিরোনামের সেই বিখ্যাত ছবিতে দেখি, শিল্পীর একপাশে জলের পাত্রে রাখা প্রস্ফুটিত পদ্মের গুচ্ছ, সেখানে ধ্যানস্থ ঋষির মতো আত্মমগ্ন চিত্রী অবনীন্দ্রনাথ। এ তো গেল ছবি আঁকা নিয়ে রবি ঠাকুরের ছটফটানির গপ্পো। কিন্তু ছবি আঁকার পছন্দের স্টুডিও কেমন হবে— সে কথা তিনি জানিয়েছেন তাঁর আদরের বউমা প্রতিমাকে। বলছেন যখন তার কিছু আগেই প্যারিসে, জার্মানিতে তাঁর ছবির এগজিবিশন হয়েছে। 'কবি' আর 'প্রোফেট'-এর লেবেল সরিয়ে সবাই তাঁকে চিনছে পাকা আর্টিস্ট হিসেবে। প্রদর্শনীর ডাক এসেছে স্পেন থেকে, ভিয়েনা ও অন্যান্য দেশ থেকে। এমনই একটা মুহূর্তে বার্লিনে বসে তাঁর মনে পড়ছে সেই স্বপ্নের স্টুডিওর কথা— যা নিয়ে একদা প্রতিমার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। ছবিঠাকুরের স্টুডিও কেমন হবে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন চিঠিতে, তার কিছু অংশ তুলে দিই— 'থেকে থেকে মনে আসচে তোমার সেই স্টুডিয়োর কথাটা। ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায় খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ— খাড়া দাঁড়িয়ে, তারি পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদ্দুর এসে পড়েচে আমার দেয়ালের উপর, —জামের দালে বসে ঘুঘু ডাকতে সমস্ত দুপুর বেলা; নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়া-বীথি চলে গেছে— কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেচে, জারুল-পলাশ-মাদারে চলেচে প্রতিযোগিতা, সজনে ফুলের ঝুরি দুলচে হাওয়ায়; অশথ গাছের পাতাগুল ঝিলমিল ঝিলমিল করচে— আমার জানলার কাছ পর্যন্ত উঠেচে চামেলি লতা। নদীতে নেবেচে একটি ছোট ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো, তারি এক পাশে একটি চাঁপার গাছ। একটির বেশি ঘর নেই। শোবার দেয়ালের গহ্বরের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়। ঘরে একটিমাত্র আরাম কেদারা--- মেঝেতে ঘন লাল রঙের জাজিম পাতা, দেয়াল বাসন্তী রঙের, তাতে ঘোর কালো রেখার পাড় আঁকা। ঘরের পূবদিকে একটুখানি বারান্দা, সূর্যোদয়ের আগেই সেইখানে চুপ করে গিয়ে বসব, আর খাবার সময় হলে নীলমণি সেইখানে খাবার এনে দেবে'। এমন রূপকথার স্টুডিও আর কোনও চিত্রকর ভেবেছেন কি না, জানি না। শহর থেকে দূরে নির্জন প্রকৃতির মাঝে এমন বাহুল্যবর্জিত স্বপ্নমাখা চিত্রপরিসর বুঝি ছবিঠাকুরের ভাবনাতেই মানায়। সে কেবল প্রকৃতির অবগাহনে দৃষ্টির মাধুরীতে নয়, আবহসংগীতও চাই। চাই মিষ্টি গলায় ভেসে আসা গান। --- 'একজন কেউ থাকবে যার গলা খুব মিষ্টি, যে আপন মনে গান গাইতে ভালবাসে। পাশের কুটিরে তার বাসা— যখন খুশি সে গান করবে, আমার ঘরের থেকে শুনতে পাব'। শুধুই কি তাই? গায়িকার স্বামীকে দিয়ে তিনি সেক্রেটারির কাজটুকুও আদায় করে নেবেন। 'তার স্বামী হবে ভালমানুষ এবং বুদ্ধিমান, আমার চিঠিপত্র লিখে দেয়, অবকাশ কালে সাহিত্য আলোচনা করে, এবং ঠাট্টা করলে ঠাট্টা বুঝতে পারে এবং যথোচিত হাসে'। তাঁর স্টুডিওর বিবরণ এখানেই শেষ নয়— 'নদীর উপরে দুটি সাঁকো থাকবে- নাম দিতে পারব জোড়াসাঁকো— সেই সাঁকোর দুই প্রান্ত বেয়ে, জুই- বেল- রজনীগন্ধা-রক্তকরবী। নদীর মাঝে মাঝে গভীর জল, সেইখানে ভাসচে রাজহাঁস আর ঢালু নদীতটে চরে বেড়াচ্চে আমার পাটল রঙের গাই গোরু, তার বাছুর নিয়ে।' সেই স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্টে স্বল্পরকমের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও থাকবে। তবে সে হবে নিরামিষ, 'ঘরে তোলা মাখন-দই-ছানা-ক্ষীর, কুকারে যা রাঁধা যেতে পারে তাই যথেষ্ট— রান্নাঘর নেই'। এই হল ছবিঠাকুরের স্টুডিও— সহজ, সংক্ষিপ্ত, সুন্দর। শেষ পর্যন্ত কি এমন একখানা স্টুডিয়ো তিনি গড়ে তুলতে পেরেছিলেন? সে বুঝি কেবল কল্পনায় রয়ে গেল। ময়ূরাক্ষীর ধারে বা পদ্মার তীরে, কোথাও তাকে গড়ে তোলা গেল না!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সিটি গ্যাস ডিসট্রিবিউশন প্রকল্প শুধুমাত্র একটি পাইপ লাইন উদ্যোগ নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা দরজায় দরজায় পৌঁছে দিতে সরকারের দায়বদ্ধতার প্রমাণ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৯ মে : ভারতের সিটি গ্যাস ডিসট্রিবিউশন (সিজিডি) নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ারে সিজিডি প্রকল্পের শিলান্যাস করলেন। সমাবেশে ভাষণে আলিপুরদুয়ারের ঐতিহাসিক ভূমি থেকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে শুভেচ্ছা জানাতে তিনি এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। জোর দিয়ে বলেন, যে এটি শুধুমাত্র সীমান্ত দিয়ে নয়, বরং এটি দৃঢ়মূল ঐতিহ্য এবং যোগাযোগের মাধ্যম দিয়ে চিহ্নিত। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, আলিপুরদুয়ার ভুটানের সীমান্তবর্তী অন্যদিকে তাকে স্বাগত জানাচ্ছে অসম।

দুপাশে আছে জলপাইগুড়ির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং এই অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে কোচবিহারের গর্ব। তিনি বাংলার ঐতিহ্য এবং একতায় এর ভূমিকার উল্লেখ করে এই সমৃদ্ধ ভূমিতে তাঁর সফরের সুযোগ পাওয়া নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এই অঞ্চলের পরিকাঠামো, উদ্ভাবন এবং লগ্নি বৃদ্ধি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের লাগাতার প্রয়াসের উল্লেখ করে শ্রী মোদী বলেন, "যখন ভারত উন্নত দেশ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে তখন বাংলার অংশগ্রহণ প্রত্যাশিত এবং জরুরি। ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তিস্তম্ভ বাংলার উন্নয়ন।" শ্রী মোদী বলেন, এই যাত্রাপথে আজকের দিনটি আরও একটি শক্তিশালী মাইলফলক। তিনি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে সিটি গ্যাস ডিসট্রিবিউশন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন, যা ২.৫ লক্ষের বেশি পরিবারে সুলভে সুরক্ষিত, স্বচ্ছ পাইপের গ্যাস পৌঁছে দেবে। শ্রী মোদী বলেন যে, এই উদ্যোগ এলপিজি সিলিন্ডার কেনার উদ্বেগ দূর করবে, পরিবারগুলিতে নিশ্চিন্তে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করবে। এছাড়া সিএনজি স্টেশনের সম্প্রসারণে দূষণহীন জ্বালানি প্রাপ্তির বৃদ্ধি ঘটাবে, কমবে খরচ এবং সময়। এবং পরিবেশগত উপকার হবে। এই নতুন সূচনার জন্য তিনি আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের মানুষকে অভিনন্দন জানান।

তিনি বলেন, "সিটি গ্যাস ডিসট্রিবিউশন প্রকল্প শুধুমাত্র একটি পাইপ লাইন উদ্যোগ নয়, বরং অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা দরজায় দরজায় পৌঁছে দিতে সরকারের দায়বদ্ধতার প্রমাণ।" শক্তিক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা জানিয়ে গ্যাস ভিত্তিক অর্থনীতির লক্ষ্যে দেশে দ্রুত রূপান্তরে জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪-য় সিটি গ্যাস পরিষেবা মাত্র ৬৬টি জেলায় পাওয়া যেত, সেখানে বর্তমানে সিটি গ্যাস ডিসট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক দেশের ৫৫০টির বেশি জেলাতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই নেটওয়ার্ক এখন গ্রামে গ্রামে, ছোট ছোট শহরে পৌঁছে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ পরিবারের পাইপের গ্যাস পাওয়া নিশ্চিত হচ্ছে। তিনি বলেন, অধিক সংখ্যায় সিএনজির ব্যবহার গণপরিবহনে রূপান্তর ঘটিয়েছে। দূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে। তিনি বলেন, এই পরিবর্তনে নাগরিকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে শুধু তাই নয়, আর্থিক বোঝাও কমাবে।

গ্যাসভিত্তিক অর্থনীতির লক্ষ্যে ভারতের রূপান্তরকে গতি দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল ২০১৬-য় যা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মহিলার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটিয়েছে। ধোঁয়া ভর্তি রান্নাঘর থেকে মুক্তি মিলেছে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে এবং বাড়ির রান্নাঘরের মর্যাদা বাড়িয়েছে। শ্রী মোদী এও বলেন যে, ২০১৪-য় ১৪ কোটির কিছু কম এলপিজি সংযোগ ছিল, সেখানে বর্তমানে এই সংখ্যা ৩১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে, সর্বজনীন গ্যাস সংযোগের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে। তিনি বলেন, সরকার দেশজুড়ে গ্যাস বিতরণ নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করেছে। দেশের প্রতিটি জায়গায় এর পৌঁছোনো নিশ্চিত করেছে। শ্রী মোদী আরও বলেন, এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। ২০১৪-র আগে ভারতে ১৪,০০০-এর কিছু কম এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটর ছিল সেখানে বর্তমানে এই সংখ্যা বেড়ে ২৫,০০০ ছাড়িয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমানে গ্রামাঞ্চলেও সহজে পাওয়া যায় গ্যাস সিলিন্ডার, ফলে সারাদেশে সব পরিবারের কাছে স্বচ্ছ রান্নার জ্বালানি পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী উর্য্যা গঙ্গা প্রকল্পের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, গ্যাসভিত্তিক অর্থনীতির লক্ষে এটি একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ।

তিনি বলেন, এই উদ্যোগে গ্যাস পাইপলাইন ভারতের পূর্বের রাজ্যগুলি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্য অঞ্চলে গ্যাসের প্রাপ্তি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রয়াসে জ্বালানি পাওয়ার সুবিধা বৃদ্ধি করেছে তাই নয় শহর এবং গ্রামাঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, পাইপলাইন তৈরি থেকে গ্যাস সরবরাহ একাধিকস্তরে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে। গ্যাসভিত্তিক শিল্পের ওপর আস্থা বাড়ছে শিল্পপরিমণ্ডলের। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারত এখন এগিয়ে চলেছে সেই ভবিষ্যতের দিকে যেখানে সকলে সুলভে স্বচ্ছ জ্বালানি পাবে"।

ভারতের সংস্কৃতি, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানে অগ্রগতির প্রধান কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গ জানিয়ে শ্রী মোদী বলেন, বিকশিত ভারতের স্বপ্ন সম্ভব নয় বাংলার উন্নতি ব্যতিরেকে। তিনি বলেন যে এটা মনে রেখে কেন্দ্রীয় সরকার গত এক দশকে কয়েক হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের সূচনা করেছে। পূর্ব এক্সপ্রেসওয়ে, দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে, শ্যামাপ্রসাদ মুর্জী বন্দরের আধুনিকীকরণ, কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারণ, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের রূপান্তর, ডুয়ার্স রুটে নতুন নতুন ট্রেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের উল্লেখ করেন তিনি। যার লক্ষ্য হল, পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতিতে গতি আনা। শ্রী মোদী বলেন, "এই নবসূচিত প্রকল্পটি শুধুমাত্র একটি পাইপলাইন নয়, বরং সমৃদ্ধির প্রাণরেখা"। মানুষের জীবনকে সহজ করতে এবং বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যত নিশ্চিত করতে সরকারের সংকল্পের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। সবশেষে আশাপ্রকাশ করে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। রাজ্যের মানুষকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা।

বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ ভবনের সামনে বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বিদ্যুৎকর্মীরা।

প্রগতি বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ৬২ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের মেগা পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা করেছেন

নয়াদিল্লি, ২৯ মে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার সক্রিয় এবং দায়িত্বশীলতার সঙ্গে প্রকল্পের সময়োপযোগী বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি-র উপর ভিত্তি করে মাল্টি মডেল প্ল্যাটফর্ম - প্রগতির বৈঠকে পৌরহিত্য করেন।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সড়ক পরিবহন, জ্বালানি ও জল সম্পদ ক্ষেত্রে ৬২ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের পর্যালোচনা করেন। এই প্রকল্পগুলির কৌশলগত গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে তিনি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোথাও কোন বাধা থাকলে তা অতিক্রম করে সময়মতো প্রকল্পের কাজগুলি শেষ করার বিষয় নিশ্চিত করতে সমন্বিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান।

প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে বিলম্বের বিরূপ প্রভাবের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী পুনর্ব্যক্ত করেন যে, এই সমস্ত বাধা-বিপত্তি শুধুমাত্র প্রকল্পের ব্যয়ই বাড়ায় না, নাগরিকদের প্রয়োজনীয় পরিষেবা ও পরিকাঠামো থেকেও বঞ্চিত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী সমস্ত অংশীদারদের দক্ষতা এবং জবাবদিহিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা মজবুত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের কাজ সময়মতো শেষ করা বাঞ্ছনীয়।

বৈঠকে রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি (ট্রক্সট্রঙ) কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যুক্ত জনসাধারণের অভিযোগের পর্যালোচনার সময় প্রধানমন্ত্রী আবাসন ক্রেতাদের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে অভিযোগের সমাধান, নির্দিষ্ট সময়ভিত্তিক গুণমানসম্পন্ন কাজের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি রাজ্য সরকারগুলিকে রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটি আইনের আওতায় সমস্ত যোগ্য রিয়েল এস্টেট প্রকল্পের বাধ্যতামূলক রেজিস্টার নিশ্চিত করতে বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, আবাসন বাজারের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে রিয়েল এস্টেট রেগুলেটরি অথরিটির বিধানগুলি কঠোরভাবে মেনে চলা জরুরি।

প্রধানমন্ত্রী ভারতে সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমের বিকাশ সম্পর্কিত সেরা উল্লেখযোগ্য অনুশীলনগুলি পর্যালোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই ধরনের উদ্যোগ অন্যদের জন্য একটি আদর্শ পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করতে পারে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে তাই ব্যাপকভাবে গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করতে পারে, এইভাবেই জাতীয় সেমিকন্ডাক্টর মিশনকে শক্তিশালী করা যাবে। উল্লেখ্য, প্রগতির বৈঠক এ পর্যন্ত প্রায় ২০.৬৪ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের ৩৭৩টি প্রকল্প পর্যালোচনা করা হয়েছে।

'মেক ইন ইন্ডিয়া' ভারতের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ: প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ২৯ মে : প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, "মেক ইন ইন্ডিয়া" উদ্যোগ শুধুমাত্র ভারতের আত্মনির্ভরতার প্রতীক নয়, এটি দেশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভারতীয় শিল্প কনফেডারেশন ---এর বার্ষিক বিজনেস সামিটে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, সম্প্রতি 'অপারেশন সিঁদুর'—এর মাধ্যমে দেশবাসী মেক ইন ইন্ডিয়া অভিযানের বাস্তব প্রয়োগ ও সাফল্য প্রত্যক্ষ করেছে। রাজনাথ সিং আরও বলেন, ভারত এখন সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তার কৌশল ও প্রতিক্রিয়া দুটিকেই পুনর্গঠিত ও পুনঃসংজ্ঞায়িত করেছে।

পাকিস্তান প্রসঙ্গে প্রতিরক্ষামন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, "এখন থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে কোনও আলোচনার প্রসঙ্গ উঠলে তা কেবল সন্ত্রাসবাদ ও পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই হবে।" তিনি জানান, পাকিস্তানও এখন বুঝতে শুরু করেছে যে সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে ব্যবসা চালানো কোনও লাভজনক পথ নয়, কারণ এর জন্য তাদের বড় মাশুল গুনতে হতে পারে।

রাজনাথ সিং বলেন, আজ ভারত শুধু যুদ্ধবিমান বা ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা তৈরি করছে না, বরং নতুন যুগের যুদ্ধ প্রযুক্তির দিকেও অগ্রসর হচ্ছে। তিনি বলেন, "মেক ইন ইন্ডিয়া" ভারতের জন্য এক ঐতিহাসিক সুযোগ এবং ভারত এখন জাপানের মতো উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন, প্রকৌশল ও ভবিষ্যতের প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান বিশ্বে যে অনিশ্চয়তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তার মূল কারণ হচ্ছে পারস্পরিক আস্থার অভাব। কিন্তু ভারতের প্রচেষ্টা সবসময়ই সমাজের বিভিন্ন স্তর ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আস্থার সেতুবন্ধন গড়ে তোলার দিকে কেন্দ্রীভূত থেকেছে। এর ফলে দেশ অভূতপূর্ব সাফল্যের মুখ দেখেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মালদ্বীপ এক্সপো ২০২৫: বিশ্ব দরবারে ভারতের ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও দেশীয় পণ্যের জয়যাত্রা

মালে, ২৯ মে : ভারতের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প ও দেশীয় পণ্যের সমৃদ্ধ ইতিহাস বর্তমানে মালদ্বীপ এক্সপো ২০২৫-এ বিশ্ববাসীর মনোযোগ আকর্ষণ করছে। ৩১ মে পর্যন্ত চলবে এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, যার উদ্বোধন করেছেন মালদ্বীপের রাষ্ট্রপতি ড. মোহাম্মদ মুইজু। এই এক্সপোতে ভারতের অংশগ্রহণ বিশেষভাবে প্রাণবন্ত এবং তা ভারত সরকারের 'এক জেলা এক পণ্য' (ঞ্জদ্রত্র স্থন্স্ঠত্বঠ ঞ্জদ্রত্র ঞ্চন্দ্রত্মন্ডত্বঠ) কর্মসূচির অধীনে আয়োজিত হয়েছে।

কর্ণাটকের হস্তনির্মিত চন্নাপটনা খেলনা থেকে শুরু করে লাদাখের সুগন্ধী সীবকথর্ন ও বাকউইট চায়ের মতো অনন্য প্রাকৃতিক পণ্য, ভারতীয় প্যাভিলিয়ন হয়ে উঠেছে এই এক্সপোর অন্যতম আকর্ষণ। এইসব পণ্যের পেছনে রয়েছে শিল্পীদের ও উদ্যোক্তাদের অসাধারণ জীবনগাথা, যারা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করার পাশাপাশি টেকসই জীবনের প্রচার করছেন।

বিশেষ নজর কেড়েছে 'শিখা কি করিয়াগড়ি' নামক একটি ব্র্যান্ডের প্রদর্শনী, যা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কারিগরদের হাতে তৈরি কাপড় এবং লুমসের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প ভিত্তিক পোশাক তৈরি করে। এই স্টলে দর্শকরা দেখতে পাচ্ছেন পটচিত্র, মাধুবনী ও কলমকারি শাড়ি এবং স্টোল, হস্তচিত্রিত জুতো, এবং "আর্ট জোন"-এ কাস্টমাইজ করা টুপি ও মাফলার তৈরির কর্মশালা। শিখার লক্ষ্য, ভারতীয় হস্তশিল্পকে বৈশ্বিক পর্যায়ে তুলে ধরা এবং প্রতিটি সেলাইয়ের মধ্যে ঐতিহ্যের সম্মান উদযাপন।

এক অনুপ্রেরণামূলক নাম হল বেঙ্গালুরুর অভিজ্ঞ কারিগর সাইয়্যদ আব্দুল কাদের, যিনি গত ৩০ বছর ধরে চন্নাপটনা খেলনা নির্মাণের পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। পিতার কাছ থেকে পাওয়া দক্ষতাকে তিনি শুধু নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং আরও আটজন কারিগরকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যেন এই ঐতিহ্য বেঁচে থাকে। তাঁর কাজ ভারতের জীবন্ত ঐতিহ্যের নিদর্শন এবং সাংস্কৃতিক স্থায়ীত্বের প্রতীক।

লাদাখের নিমা গুস গুস ভেঞ্চারস-এর প্রতিষ্ঠাতা পদ্মা আংমোর গল্পও বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি শুধুমাত্র উন্নতমানের চা উৎপাদনেই মনোযোগী নন, বরং স্থানীয় কৃষকদের ক্ষমতায়ন, ন্যায্য দামের নিশ্চয়তা এবং হিমালয়ের কৃষি ঐতিহ্যের সংরক্ষণের প্রতিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁর উদ্যোগে প্রতিফলিত হয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গড়ে ওঠা এক শক্তিশালী কমিউনিটি চেতনা। তাঁর স্বপ্ন, ভারতের যুবসমাজ যেন কৃষিকে সম্মানজনক ও কার্য্যকর একটি পেশা হিসেবে বিবেচনা করে।

এই বছরের এক্সপোতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীগুলোর অংশগ্রহণে। ওড়িশার পাঁচটি স্ব-সহায়তা গোষ্ঠীর তৈরি সাতটি ভিন্নধর্মী 'এক জেলা এক পণ্য' উৎপাদিত সামগ্রী 'সারস এক্সপো'-তে প্রদর্শিত হচ্ছে। এই পণ্যগুলো দেশীয় উদ্যোগ, উদ্ভাবন

GOVERNMENT OF TRIPURA
REVENUE DEPARTMENT

No. F. 09 (15)-REV/ACQ/XIV/23 April 22, 2025

PRELIMINARY NOTIFICATION
(U/S-11 (1) of the RFCTLARR Act, 2013)
SCHEDULE OF LAND

Name of the District :- Sepahijala
Name of the Sub-Division :- Bishalgarh
Name of the P. S. :- Bishalgarh
Name of the Mouja :- K. K. Nagar Sheet No. 3/P
Name of the Tehsil :- Ghaniamara
Name of Project :- Acquisition of land for implementation of water supply project by DWS

File No. F. 3 (209)/DM/SPJ./LA/21

Sl. No.	Khatian No.	Plot No.	Class of Land	Acquired Area (In Acres)
1	2	3	4	5
Jote land				
1	2380	8500/P	Nal	0.006
		8502/P	Nal	0.005
Total land:-				0.011
Total Jote land measuring :-				0.011
Total Khash land measuring :-				0.000
Total Departmental land measuring :-				0.000
Grand total land measuring :-				0.011

By order of the Governor,
Signed by Chandra Krishna Malsom
Date: 22-04-2025 17:46:41

ICA/D-293/25

Short Quotation Notice

The Education (Higher) Department, Tripura invites quotations from GST- registered vendors for the supply of the following device:

Item Name	Specifications	Quantity
Air-Conditioner (Split)	1.5 Ton Inverter AC 5 Star Copper Coil inside and outside	02(Two)Nos.

Eligibility Criteria:
Inverter AC 5 Star
Copper Coil inside and outside
Only GST-registered vendors are eligible to participate.
Trade License(Valid)
GST, PAN, Details
Submission Details:
Last date for submission: (31.05.2025)
Quantity 02(Two)Nos.
Mode of Submission: Sealed Envelope to be submitted at store Section drop box of the Higher Education Department situated at 1st Floor, Shiksha Bhawan, Office Lane, Agartala, Tripura, 799001.
Contact Details for Queries: Department land Line number/ Email id.
Interested vendors are requested to submit their best quotation by the deadline. Late submissions will not be considered. The department reserves the right to accept or reject any quotation without assigning any reason.
ICA/C/759/25

Director
Higher Education Department
Govt. of Tripura.

NOTICE INVITING e-TENDER

NO.F.7(17)-AGDC & IGMH/Purchase/Journals/24/4742 Dated, Agartala the 23/05/25

e-Tender for procurement of National and International Journals for Agartala Government Dental College & IGM Hospital.

Tender ID: 2025_AGDCI_61914_1 Tender Ref. No. AGDc_4742

A Tender is hereby invited on behalf of the Governor of Tripura for the Agartala Government Dental College & IGM Hospital, Government of Tripura from eligible, resourceful, experienced, Bonafide renowned and licensed Suppliers/Vendors/Distributors/Publishers/Book & Journal sellers/Wholesalers/Aggregators/Authorized dealers for procurement of National and International Journals for Agartala Government Dental College & IGM Hospital.

The details of tender, list of journals with indicative Publishers along with the tender Documents are made available on website (www.tripuratenders.gov.in).

The last date/time of online submission of the tender documents is 13/06/2025 up to 4:00 pm.

All future modification/corrigendum shall be made available in the e procurement portal, so bidders are requested to get the updates from the e procurement web portal only.

Principal,
Agartala Government Dental College & IGM Hospital
Govt. Of Tripura, Agartala

ICA/C-756/25

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No:-04/PNIe-T/EE/WRD-IV/BLN/2025-26 Dt.23-05-2025

The Executive Engineer, W.R Division No-IV, Belonia,South Tripura invites tender on behalf of the Govornor of Tripura in separate sealed cover for separate tender in PWD Format F-7, as applicable, from the appropriate classes of enlisted contractors of Tripura PWD & also froth the contractors registered in MES/RLYS/CPWD/TTAADC up to 3.00 p.m on 13-06-2025 for the following works. The tender can be uploaded in website https://tripuratenders.gov.in, up to 3.00 p.m on 13-06-2025.

Memo No.F.8(22)/EE/WRD-IV/BLN/PNIeT-04/1030-78

Sl.No	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	2	3	4	5
1	DNIe-T NO- 02/CE/PWD(WR)/ACE (P&DM)/DNIeT/2025-26	Rs. 5,23,13,018.00	Rs. 10,46,260.00	12 (Twelve) Months
2	DNIe-T NO- 03/CE/PWD(WR)/ACE (P&DM)/DNIeT/2025-26	Rs. 5,23,13,018.00	Rs. 10,46,260.00	12 (Twelve) Months
3	DNIe-T NO- 04/CE/PWD(WR)/ACE (P&DM)/DNIeT/2025-26	Rs. 5,23,13,018.00	Rs. 10,46,260.00	12 (Twelve) Months
4	DNIe-T NO- 05/CE/PWD(WR)/ACE (P&DM)/DNIeT/2025-26	Rs. 5,23,13,018.00	Rs. 10,46,260.00	12 (Twelve) Months
5	DNIe-T NO- 06/CE/PWD(WR)/ACE (P&DM)/DNIeT/2025-26	Rs. 5,23,13,018.00	Rs. 10,46,260.00	12 (Twelve) Months
6	DNIe-T NO- 07/CE/PWD(WR)/ACE (P&DM)/DNIeT/2025-26	Rs. 5,23,13,018.00	Rs. 10,46,260.00	12 (Twelve) Months
7	DNIe-T NO- 08/CE/PWD(WR)/ACE (P&DM)/DNIeT/2025-26	Rs. 4,08,53,999.00	Rs. 8,17,080.00	12 (Twelve) Months
8	DNIe-T NO- 09/CE/PWD(WR)/ACE (P&DM)/DNIeT/2025-26	Rs. 4,08,53,999.00	Rs. 8,17,080.00	12 (Twelve) Months
9	DNIe-T NO- 10/CE/PWD(WR)/ACE (P&DM)/DNIeT/2025-26	Rs. 4,08,53,999.00	Rs. 8,17,080.00	12 (Twelve) Months
10	DNIe-T NO- 11/CE/PWD(WR)/ACE (P&DM)/DNIeT/2025-26	Rs. 6,53,91,328.00	Rs. 13,07,827.00	12 (Twelve) Months

ICA/C/753/25

(Er. Basudeb Das)
Executive Engineer
Water Resource Division No-IV Belonia, South Tripura

Executive Engineer, W.R Division No-II, Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 06/EE/WRD-II/2025-2026 Dated 23-05-2025.

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of tender form
1	DNIeT No: 18 /EE/WRD-II/2025-26.	₹ 9, 64,606.00	₹ 19, 292.00	30 (Thirty) days.	₹1,000.00

Last Date of bidding for bids 02-06-2025 upto 15.00 Hrs. Opening of Bid on 02-06-2025 at 15.30 Hrs. If possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/749/25

(Er. Parimal Debnath)
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
P.N. Complex, Gurkhabasti, Agartala.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No. 05/SNIQ/EE/WRD-VII/PTL/2025-26, dt. 28.05.2025.

The Executive Engineer, Water Resource Division No.-VII, Pecharthal, Unakoti, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed Unit rates of the following items from bonafied vendor/ contractors / suppliers / manufacturers up to 3.00 P.M. on 03-06 - 2025.The Quotation will be opened on the same day at 3.30 PM, if possible for the work MGNREGA/ Protection of village near the land of Anil Nath to Montala culvert at ward no-1 under Dewanpasha GP of Jubarajnagar R.D Block during the year 2024- 25/Bank revetment work by providing sand cement block 1:8(1cement :8 river sand) (Phase-II) (2nd Call)."

SL. No.	Particulars	Unit	Rate with mechanical carring up to 20 Km from Block Head Qtr.	Rate, with out mechanical carring.	Locations.
1	2	3	4	5	6
02	Hiring of Steel Shutter box suitable for manufacturing of C.C./ S.C. blocks of size 45cm x 45 cm x 30cm i/c plain sheet for mixing, spade belcha bucket and shutter oil etc. (2nd Call).	Sqm	₹.......... (Rupees....)		Jubarajnagar Block area under North Tripura District.

The notice can also be seen at website: www.tripura.nic.in/ www.tripurainfo.com.
ICA/C/745/25

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA
(Er. T.C. Das)
Executive Engineer
Water Resource Division No - VII
Pecharthal, Unakoti, Tripura.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

কাঁচা আমের শরবত

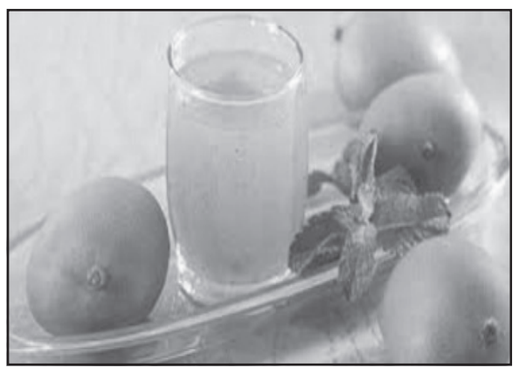

এ সময় কাঁচা আম খাওয়ার হিড়িক পড়ে যায় চারিদিকে। টক-মিষ্টি কাঁচা আম লবণ-মরিচ দিয়ে মাখিয়ে খান অনেকে। অনেকে আবার টক আমের আচার দেন। এসবের সঙ্গে আছে কাঁচা আমের শরবত।

হয়তো ভাবনায় পড়ে গেছেন কাঁচা আম দিয়ে শরবত হবে কীভাবে? হ্যা, কাঁচা আম দিয়ে তৈরি করতে পারেন মজার টক ঝাল মিষ্টি শরবত।

তবে এটি ঐতিহ্যবাহী আম পান্না থেকে কিছুটা আলাদা, সেই সঙ্গে বানানো আরও সহজ।

দুই ইঞ্চির বেশি উঁচু হিল পরতে নিতে হবে প্রশাসনের অনুমতি

আম পান্না বানানোর সময় না পেলেও সংক্ষেপে বানিয়ে ফেলুন এই শরবত যা আপনাকে ব্যস্ততার মধ্যেও দ্রুত কাঁচা আমের স্বাদ এনে দেবে। সঙ্গে কাঁচা আমের পুষ্টিগুণ তো আছেই।

উপকরণ

মাঝারি আকারের কাঁচা আম ৩ টি

বিট লবন স্বাদ অনুযায়ী

কাঁচা মরিচ ২টি

চিনি স্বাদ অনুযায়ী

পানি ১ কাপ

বরফ টুকরো

প্রস্তুত প্রণালী প্রথমে ব্লেন্ডারের জুসার জগটি ভালো করে ধুয়ে নিন। কাঁচা আমগুলোর খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। তার পর জুসার জগে পরিমাণমতো লবণ, মরিচ, চিনি, কেটে রাখা আম ও এক কাপ পানিসহ মিহি করে ব্লেন্ড করে ফেলুন। পরিবেশনের স্বার্থে মিশ্রণটি ছেঁকে নিতে পারেন। এরপর শরবত গ্লাসে ঢেলে ওপরে বরফকুচি দিয়ে পরিবেশন করুন। সৌন্দর্য ও ফ্লেভারের জন্য সবশেষে বরফের ওপরে দুটি পুদিনা পাতা দিতে পারেন।

ঠান্ডা এবং সুস্বাদু এই জুস আপনার নিজের খেতে যেমন ভালো লাগবে তেমনই আপনার বাসার অতিথিদেরও পরিবেশন করতে পারবেন।

চা-টোস্টে মাসে কতটুকু চিনি খাচ্ছেন

আমরা তো অনেকে ডায়েটের নাম করে সরাসরি চিনি খাই না। কিন্তু চায়ের অভ্যাস আছে এমন লোক প্রতিদিন হয়তো বুঝে না—বুঝে দুটি টোস্ট খাচ্ছেন, সঙ্গে এক কাপ চা। আবার দুধ-চা যখন খাচ্ছেন, তখন দুই চা-চামচ চিনি মিশিয়ে নিচ্ছেন। আর এভাবেই করছেন সর্বনাশ! কীভাবে? নিচের হিসাবটা মিলিয়ে দেখুন।

প্রতিদিন চিনি খাচ্ছেন কতটুকু? আপনি প্রতিদিন কতটা চিনি খাচ্ছেন, তা হিসাব করলে কেমন হয়? চলুন, হিসাবটা করে নিই। দেখা যায়, সকাল-বিকেল মিলিয়ে আপনি প্রতিদিন ৪টি টোস্ট খান, যেখানে প্রতিটি টোস্টে গড়ে ৪ গ্রাম চিনি থাকে। ফলে টোস্ট থেকে আপনি পান ১৬ গ্রাম চিনি। একইভাবে আপনি প্রতিদিন ২ কাপ চা খান এবং প্রতি কাপে চিনি দেন ১ চা—চামচ অর্থাৎ ৪ গ্রাম চিনি। ফলে চা থেকেও পাচ্ছেন ১৬ গ্রাম চিনি। সব মিলিয়ে প্রতিদিন টোস্ট ও চা থেকে আপনি মোট ৩২ গ্রাম চিনি খাচ্ছেন (১৬ গ্রাম ১৬ গ্রাম)।

এক মাসে কত চিনি খাচ্ছেন? ১ দিনে ৩২ গ্রাম মানে ৩০ দিনে ৯৬০ গ্রাম। অর্থাৎ শুধু চা ও টোস্ট থেকেই খাচ্ছেন প্রায় ১ কেজি চিনি! অবিশ্বাস্য হলেও এটাই সত্যি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মতে, একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য চিনির নিরাপদ সীমা হলো দিনে ২৫ গ্রাম। আর আপনি দিনে খাচ্ছেন ৩২ গ্রাম, যা নিরাপদ সীমার চেয়ে ২৮ শতাংশ বেশি! এই অতিরিক্ত চিনি বাড়িয়ে দিতে পারে ওজন। পাশাপাশি বাড়ায় ডায়াবেটিস ও হৃদ্রোগের ঝুঁকি। তাহলে সমাধান কী? চায়ে যদি চিনি খেতেই হয়, তাহলে ১ চা-চামচ দিতে পারেন। বেছে নিন লো-সুগার টোস্ট। আর সপ্তাহে ৪ দিন চায়ের সঙ্গে টোস্ট খান। চায়ে মিষ্টি স্বাদ আনতে খাঁটি মধু মিশিয়ে নিতে পারেন।

মানুষ ও কীটপতঙ্গ

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

ঘরের মধ্যে ধুলো-বালি জমলে যেরূপ কীটপতঙ্গের দেখা মেলে, ঠিক সেরূপই মানুষের মনের মধ্যেও ধুলো-বালি, ময়লা জমলে সেখানে কীটপতঙ্গ বাসা বাঁধে। লেখিকা সীমা জানা তাঁর 'মানুষ ও কীটপতঙ্গের গল্প' গ্রন্থে দেখিয়েছেন অতীশ বিছানায় বসে একদৃষ্টে মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল। আরশোলাটা তার ইচ্ছে পূরণ করে উলটে গেছে। চিত হয়ে পা গুলো শূন্যে ছুড়ছে। সঙ্গমের ইচ্ছা প্রবল হওয়ার পর রূপসানা যেমন করেছিল। ওটাই তার ডাকার ভঙ্গিমা। সে আর পারছে না, সেটা বলার ভাষা। কথায় বলে, প্রেম মানুষের জীবনে যখন খুশি আসতে পারে। গ্রন্থে লেখিকা দেখিয়েছেন, জীবেশ অতীশকে সবেতেই ওর গুরু মানত। দূর্বার প্রেমে পড়ার কথা অতীশকে প্রথম জানিয়েছিল ও। সাত অধ্যায়ে ধরা পড়ে, পুতুলের মায়ের করুন কাহানি। পুতুলের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন ওর বাপ ওদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়। অতীশের বাবা তখন কাজের লোক খুঁজছিল। কোনওভাবে কেউ যোগাযোগ করে, তারপর থেকে পুতুলরা এ ঘরের আশ্রিত। একতলায় ছোট ঘরগুলোর একটাতে পুতুল থাকে। গেল তিন বছর আগে পুতুলের মা মারা গেছে। দশ অধ্যায়ে লেখিকা দেখিয়েছেন, পালকের স্পর্শ করা প্রতিটা জিনিসেই অতীশের ভারি মায়া। এছাড়াও গ্রাম্য পরিবেশে নদীর কথা, অতীশের পিসি, ঠাকুমা, কনক, নীতীশ, পরিমল চরিত্রগুলি একবাক্যে অনবদ্য।

রঙিন মলাট বিশিষ্ট ভাষালিপি প্রকাশনীর অন্তর্গত বইটির মূল্য ১২৫ টাকা যা পাঠক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

কাজের তাগিদেও রাত জাগতে হয়

রাত জেগে পড়াশোনা করেন অনেকেই। আবার গোটা সিরিজ এক নিশ্বাসে দেখতে না পারলেও অস্বস্তি হয়। সিরিজ দেখতে দেখতে কখন যে রাত কাবার হয়ে যায়, বোঝা যায় না। কিন্তু অনেক সময় নিজেকে বিনোদন দেওয়া ছাড়া কাজের তাগিদেও রাত জাগতে হয়। কিন্তু সারা দিনের পরিশ্রমে রাত জাগা অসম্ভব হয়ে ওঠে অনেক সময়। কোনওমতে চোখ খুলে রাখতে হয়। তবে এতটা কষ্ট না করেও কিন্তু চোখ খুলে রাখা যায়। অনেকে রাত জেগে থাকতে বার বার কফি কাপে চুমুক দেন। তবে কফি ছাড়াও নিজেকে জাগিয়ে রাখতে ভরসা হতে পারে অন্য কয়েকটি বিকল্প।

গ্রিন টি কফির দুর্দান্ত বিকল্প হতে পারে গ্রিন টি। গ্রিন টি শরীরে স্ফূর্তি আনতে পারে। অ্যান্টি-অক্সিড্যান্টে ভরপুর গ্রিন টি-তে ক্যাফিনের মাত্রা কফির তুলনায় কম। ঘুম ভাঙাতে বেশ উপকারী। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে, বিপাকহার বৃদ্ধি করতেও এই চা নিয়ম করে খেতে পারেন।

অ্যাপল সাইডার ভিনিগার

ওজন কমানোর জন্য অনেকেই অ্যাপল সাইডার ভিনিগার নিয়মিত খান। ওজন কমানোর পাশাপাশি ঘুম তাড়াতেও তা অত্যন্ত কার্যকর। এক গ্লাস জলে এক টেবিল চামচ অ্যাপল সাইডার ভিনিগার, এক চামচ মধু এবং তুলসী পাতা যোগ করে পান করলে ঘুম উধাও হবে নিমেষের মধ্যেই। ডোর্ক চকোলেট প্রতি দিন ডার্ক চকোলেট খেলে স্নায়ু তো শান্ত থাকেই, সঙ্গে হজম প্রক্রিয়া এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতাও বাড়ে। এ ছাড়াও ডার্ক চকোলেটে কম পরিমাণে ক্যাফিন থাকে। ঘুম পেলে শরীর চাঙ্গা রাখতে এক টুকরো ডার্ক চকোলেটে কামড় দিতেই পারেন। এতে থাকে থিওব্রোমাইন যা শক্তির মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

ত্বকের যত্নে নারিকেল তেল

অনেকেই জানেন না যে, ত্বককে সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল রাখতে নারিকেল তেলের ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। রুপচর্চা বিশেষজ্ঞরা বলেন, ত্বকের যত্নে নারিকেল তেলের ভূমিকা সব থেকে বেশি। যদি নারিকেল তেলের উপর ভরসা রাখতে পারেন তাহলে ত্বকের যাবতীয় সমস্যার হাত থেকে খুব সহজেই মুক্তি পেতে পারেন। নারিকেল তেলের এমন কয়েকটি ফেসিয়ালের উপাদান দেওয়া হলো যা ব্যবহার করলে আপনার ত্বকের সৌন্দর্য আরো কয়েকগুণ বেড়ে যাবে।

ময়েশ্চারাইজার

ওজন কমাতে চান?

নারিকেল প্রাকৃতিক ময়েশ্চার হিসেবে কাজ করে। এটি সারাদিন ত্বকে আর্দতা ও পুষ্টি ধরে রাখে। নারিকেল তেল সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করা যায়।

প্রাকৃতিক টোনার নারিকেল তেল শুধু ত্বককে মসৃণ করে তা নয়, এটি প্রাকৃতিক টোনার হিসেবেও কাজ করে। এর ফ্যাট লোমকূপ বন্ধ করে। ময়লা ও ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকে ত্বক সুরক্ষিত রাখে।

ব্রণের চিকিৎসায় নারিকেল টোনিং গুণ থাকায়, লোমকূপের ময়লা বের করে ত্বককে ব্রণমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। মেকআপ তুলতে তুলোয় করে জাস্ট নারিকেল তেল নিয়ে মুখে লাগান। এবার ভালো করে ম্যাসাজ করে ঘষে ঘষে মেকাপ তুলে ফেলুন। এটি মেকআপ ও ত্বকের অতিরিক্ত তেল পরিষ্কার করবে। ত্বক মসৃণ ও কোমল হয়ে উঠবে।

রোগী দেখে ওষুধ দেবে এআই চিকিৎসক

ভার্জিনিয়ার একটি সংস্থা এমন রোবট তৈরি করেছে যে একই সঙ্গে ফার্মাসি, গবেষণা ও নার্সের কাজও করবে। কিছু দিন আগেই খবর বেরিয়েছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) পরিচালিত হাসপাতাল খুলেছে চীন, যেখানে এআই পরিচালিত টেলিমেডিসিনের পরিষেবা পাওয়া যাবে। তবে সৌদি আরব প্রথম বার এমন এক ক্লিনিক খুলল, যেখানে এআই চিকিৎসক নিজেই রোগীকে পরীক্ষা করবে, প্রেসক্রিপশন লিখবে এবং চিকিৎসাপদ্ধতিও বলে দেবন।

চীনের মেডিক্যাল টেকনোলজি কোম্পানি সিনই এআই সৌদির আলমোসা হেল গ্রুপের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি খুলেছে। সেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পরিচালিত চিকিৎসকের নাম 'হুয়া'। সে-ই রোগীদের পরীক্ষা করে ওষুধ দেবে। রোগীদের কী কী সমস্যা হচ্ছে তা শুনে রোগের কারণ ও চিকিৎসাও বলে দেবে।

অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে সেই পদ্ধতিও বাতলে দেবে এআই চিকিৎসক হুয়া। আপৎকালীন পরিস্থিতিতে রোগীকে ইমার্জেন্সিতে ভর্তি করা, দ্রুত চিকিৎসা করার কাজও করতে পারবে হুয়া। আপাতত পরীক্ষামূলক ভাবেই খোলা হয়েছে এআই ক্লিনিক। এআই চিকিৎসককে সহযোগিতা করার জন্য অন্যান্য চিকিৎসকেরাও থাকবেন।

কম্পিউটার অ্যালগরিদ্ম ঠিকমতো কাজ করছে কি না, এআই প্রযুক্তি রোগের সঠিক শনাক্তকরণ ও চিকিৎসাপদ্ধতি বলতে পারছে কি না, তার খুঁটিনাটি খেয়াল রাখবেন চিকিৎসকেরা।

কী ভাবে হবে চিকিৎসা?

৫০ রকম রোগের চিকিৎসা করতে পারবে এআই চিকিৎসক হুয়া। এমনটাই জানানো হয়েছে সৌদির সেই ক্লিনিকের তরফে। বলা হয়েছে, এআই চিকিৎসকের মস্তিষ্কে কয়েকশো রোগের ডেটাবেস ভরে দেওয়া হয়েছে। যন্ত্রই বলে দেবে, রোগী কেমন আছেন, কতটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি, মৃত্যুর ঝুঁকি আছে না নেই। হাঁপানি, ফ্যারিঞ্জাইটিস, শ্বাসযন্ত্রের রোগ, চর্মরোগ, হজমের সমস্যা সংক্রান্ত যে কোনও রোগের ব্যাপারে বলতে পারবে যন্ত্র-চিকিৎসক। এআই-নির্ভর নানা যন্ত্র এখন ব্যবহৃত হচ্ছে তথ্য বিশ্লেষণ বা জটিল সমস্যা সমাধানের কাজে। শারীরিক উপসর্গের তথ্য বিশ্লেষণ করে রোগ নির্ণয়,ওষুধ তৈরির কাজ ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে তা কাজে লাগানো হচ্ছে। এমনকি জিনের ক্রমপর্যায় বিশ্লেষণ করে জরুরি তথ্য দেওয়ার ব্যাপারেও তা কার্যকর। জরুরী পরিস্থিতিতে রোগ ও রোগীর সংখ্যার চাপ সামলাতে এই ব্যবস্থা আগামী দিনে অত্যন্ত কার্যকর হবে বলেই দাবি করা হয়েছে।

ফ্রিজে খাবার রাখারও মেয়াদ আছে, কোন খাবার কত দিন পর্যন্ত রাখলে ভাল থাকবে?

রান্না করা খাবার সব বাড়িতেই অল্পবিস্তর বেঁচে যায়। পরিমাণ মতো রান্না করলেও অনেক সময় বাড়তি খাবার থেকে যায়। কষ্ট করে রান্না করা খাবার তো ফেলে দেওয়া যায় না। ফলে সেগুলি অনেকেই ফ্রিজে তুলে রাখেন। তা ছাড়া সময় বাঁচাতে একেবারে বেশি করে রান্না করে রাখেন অনেকেই। তবে শীতকাল বলে অনেকেই ভাবেন, ফ্রিজ ছাড়াও খাবার ভাল থাকবে। কিন্তু সেই ভাবনা খুব একটা ঠিক নয়। খাবার ভাল রাখতে ফ্রিজের উপর ভরসা করাই ভাল। তবে কত দিন ভরসা করবেন, সেটা একটু ভেবে দেখা জরুরি। ফ্রিজে রাখছেন মানেই রান্না করা খাবার দীর্ঘ দিন ভাল থাকবে, তা কিন্তু নয়। ফ্রিজে রাখলেও প্রতিটা খাবারের টাটকা থাকার আলাদা আলাদা মেয়াদ রয়েছে। কোন খাবার কত দিন ফ্রিজে রাখতে পারেন? স্যুপ শীতের দিনে গরম গরম স্যুপ খেতে মন চায়। তাই একেবারে বেশি করে বানিয়ে রাখেন অনেকেই। মাঝে মাঝেই গরম করে যাতে খাওয়া যায়। তবে স্যুপ ফ্রিজে ৩-৪ দিনের বেশি না রাখাই ভাল। আর আলগা রাখা যাবে না। ভাল করে ঢেকে রাখতে হবে। তবেই স্যুপ ভাল থাকবে। মাংস রান্না করা মাংসও ফ্রিজে ৩-৪ দিনের বেশি না রাখাই শ্রেয়। এর বেশি দিন রাখলে মাংসের স্বাদ এবং স্বাস্থ্যগুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফ্রিজে ঢোকানোর আগে খাবার ঠান্ডা করে নিতে হবে। না হলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। বায়ুনিরোধী কৌটোতে মাংস রাখলেই ভাল। পাস্তা পাস্তা কিংবা ভাত সব সময় টাটকা খাওয়াই ভাল। তবু যদি রান্না করে রাখতেই হয়, তা হলে ২-৩ দিনের বেশি না রাখাই ভাল। এর বেশি দিন ফ্রিজের তাপমাত্রায় খাবার রাখলে গুণমান এবং স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। মিষ্টি বাঙালি বাড়িতে মিষ্টি মজুত থাকেই। ফ্রিজ খুললেই থরে থরে সাজিয়ে রাখা থাকে সে সব।

আগের দিনের রেখে দেওয়া রুটি ফেলে না দিয়ে খাওয়া ভাল

মধ্যবিত্ত বাড়িতে একটা সময়ে সকালের জলখাবারে বাসি রুটি আর দুধ-চা খাওয়ার চল ছিল। কিন্তু এখন তো খাবার ধরনও বদলে গিয়েছে। তাই বাসি রুটির নাম শুনলে নাক কুঁচকে ফেলে তরুণ প্রজন্ম। কিন্তু জানেন কি, বাসি রুটি খেলে শরীরের ক্ষতি হওয়ার কোনও আশঙ্কা তো নেই-ই, বরং নিয়মিত বাসি রুটি খেলে ভাল থাকবে স্বাস্থ্য।

এমনকি টাটকা রুটির চেয়েও বাসি রুটি অনেক বেশি উপকারী। বিশেষ করে যাঁরা দুধ-রুটি খেতে ভালবাসেন, তাঁরা অবশ্যই দুধ দিয়ে খান বাসি রুটি!

১) রক্তচাপ এবং শর্করা নিয়ন্ত্রণে

আপনার কি উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে? এই সমস্যা এখন প্রায় প্রতিটি ঘরেই। দুধের সঙ্গে বাসি রুটি খেলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে এই অসুখ। অন্য দিকে ডায়াবিটিসের জন্যও উপকারী বাসি রুটি। কারণ বাসি রুটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

২) পেটফাঁপার সমস্যায়

বদহজম কিংবা পেটের সমস্যায় জেরবার? দুধ দিয়ে খান বাসি রুটি। কারণ বাসি রুটিতে থাকা ফাইবার হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এমনকি নিয়মিত কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগলেও বাসি রুটি হতে পারে তার সহজ সমাধান।

৩) ওজন ঝরাতে

সহজে রোগা হওয়ার নানা উপায় তো রয়েছেই। তবে বাসি রুটির ক্যালোরি টাটকা রুটির চেয়ে কম। অবিশ্বাস্য হলেও এ কথা সত্যি। তাই যাঁরা সহজে ওজন ঝরাতে চাইছেন, তাঁরা বাসি রুটি খেয়ে দেখতেই পারেন।

মেদ ঝরানো থেকে আর্থাইটিসের ব্যথা কমানো, কী ভাবে ঘি খেলে মিলবে উপকার?

গরম ভাতের সঙ্গে এক চামচ ঘিয়ের মেলবন্ধনে অপূর্ব স্বাদ তৈরি হয়। তবে ঘি যে শুধু স্বাদে এবং গন্ধে অতুলনীয়, তা নয়। ঘিয়ের স্বাস্থ্যগুণও বিপুল। ঘিয়ে রয়েছে সুস্থ থাকার মন্ত্র। অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, ভিটামিন, মিনারেলস সমৃদ্ধ ঘি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, শরীরের প্রতিটি পেশি শক্তিশালী করে, বাড়তি মেদ ঝরায়, হাড় মজবুত করে, শরীরের প্রতিটি কোষ সচল রাখে।

এক চামচ ঘি কিন্তু জীবন বদলে দিতে পারে। সুস্থ থাকতে তাই ঘি হতে পারে অন্যতম ভরসা।

বিরিয়ানি, পোলাও, নিরামিষ নানা তরকারির অন্যতম উপকরণ হল ঘি। মাঝেমাঝেই এই ধরনের খাবার রেস্তরাঁ অথবা বাড়িতে খাওয়া হয়ই। তবে তার মানে এই নয় যে, ঘি দিয়ে রান্না করা খাবার খেলেই সুস্থ থাকা সম্ভব। ঘি শুধু খেলেই হবে না। খেতে হবে নিয়ম মেনে। তবেই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে। আর্থাইটিসের ব্যথা কমবে। দূরে থাকবে রোগবালাই। কী ভাবে ঘি খেলে তবেই মিলবে উপকার? ঘি খেতে হবে খালি পেটে। তবে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যাবে। খালি পেটে ঘি খেলে ঠিক কী কী উপকার পাওয়া যায়?

১) হজম ক্ষমতা শক্তিশালী করতে ঘি উপকারী। ঘিয়ে থাকা বাইটিরিক অ্যাসিড হজমক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। ফলে ঘি খেলে হজমের সমস্যা হয়, এ কথা মোটেই ঠিক নয়। বরং হজমক্ষমতা উন্নত করতে ঘিয়ের জুড়ি মেলা ভার।

২) শরীরের বাড়তি মেদ ঝরাতে ঘিয়ের জুড়ি মেলা ভার। ঘি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। ওজন হাতের মুঠোয় রাখতে ঘি সত্যিই উপকারী। ঘি মেদ গলাতে সাহায্য করে।

৩) দৃষ্টিশক্তি ভাল রাখতেও ঘি বেশ উপকারী। চোখ জ্বালা, চোখ থেকে জল পড়ার মতো সমস্যা থেকে বাঁচতে ঘি হতে পারে অন্যতম উপকরণ।

৪) পেশি এবং হাড় মজবুত করে ঘি। রোজ এক চামচ করে ঘি খাওয়ার অভ্যাস থাকলেও বার্ধক্যে হাঁটু ব্যথা, পায়ে ব্যথা নিয়ে ভাবতে হবে না।

ওজন বাড়াতে চাইলে এই খাবারগুলি আপনার জন্য

অতিরিক্ত ওজন যেমন ভালো নয়, স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজন থাকাও ঠিক নয়। ওজন বাড়াতে স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের ব্যক্তিদের প্রয়োজন পুষ্টিকর খাবার, নিয়মিত শরীরচর্চা এবং সঠিক জীবনযাপন পদ্ধতি। জেনে নিন কোন কোন খাবার খেলে তাড়াতাড়ি ওজন বাড়াতে পারবেন। বিশেষজ্ঞের মতে, যেসব খাবার প্রোটিন এবং চর্বিযুক্ত কিংবা রেড মিট খেলে পেশির মাংস এবং ওজন বাড়াতে সাহায্য করে। অন্যদিকে সামুদ্রিক খাবারে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, ক্যালোরি, প্রোটিন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণ বেশি থাকে, ফলে যারা ওজন বাড়াতে চায়, তাদের এই ধরনের খাবার আর্দশ। ওজন বাড়াতে চাইলে ভাতের কোনো বিকল্প নেই। বিশেষজ্ঞের মতে, ভাত শর্করা জাতীয় খাবার, এছাড়া এটি প্রচুর পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট এবং ক্যালেরিতে সমৃদ্ধ। তাই ভাত ওজন বাড়াতে সাহায্য করে।

যদি আপনি স্বাস্থ্যকর ডায়েট ফলো করতে চান, তবে নিজের খাদ্য তালিকায় ব্রাউন রাইস রাখতে পারেন। এইসব ছাড়াও যাদের খিদে কম তাদের জন্য অল্প ভাত খেয়েই ওজন বাড়ানো খুব সহজ। ওজন বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্যকর ফ্যাটের ক্ষেত্রে বাদামের জুরি মেলা ভার। রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাদামকে আপনি স্ন্যাকসের মতো খেতে পারেন।

যা আপনাকে ওজন বাড়াতে সাহায্য করবে। বাদামে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যকর ফ্যাটই নয়, এতে ক্যালোরিও বেশি থাকে, যা ওজন বৃদ্ধির জন্য আদর্শ। ওজন বাড়াতে প্রতিদিনের ডায়েটে আলু রাখতে ভুলবেন না। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার এবং ভিটামিন সি থাকে। আলু এবং স্টার্চ সমৃদ্ধ খাবার ক্যালোরিতে ভরপুর হওয়ায় ওজন বাড়াতে সাহায্য করে।

বৃহস্পতিবার সরোজ সংঘের উদ্যোগে খুটি পূজায় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

বিদেশ সফরে ভারতীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদল: সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী বার্তা

নয়াদিল্লি, ২৯ মে: ভারতের সাতটি বহুদলীয় সংসদীয় প্রতিনিধিদল সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে দেশের কঠোর অবস্থানকে তুলে ধরতে একাধিক দেশে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনায় অংশ নিয়েছে। গ্রীস, ইতালি, ইন্দোনেশিয়া, পানামা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং সৌদি আরবে এই বৈঠকগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ডিএমকে সাংসদ কেঃ কানিমোঝির নেতৃত্বে গ্রীস সফররত ভারতীয় প্রতিনিধিদল গ্রীসের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন গ্রীসের উপমন্ত্রী তাসোস চাতজিভাসিলিও, সংসদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যবৃন্দ, নীতি বিশ্লেষক এবং সংবাদমাধ্যম প্রতিনিধিরা। ভারতীয় প্রতিনিধিদল গ্রীসের প্রতি আহ্বান জানায়সন্ত্রাসবাদে জড়িত পরিকল্পনাকারী ও অর্থদাতাদের জবাবদিহির আওতায় আনতে সহযোগিতা করার জন্য। গ্রীস-ভারত সংসদীয় মৈত্রী গোষ্ঠী ও প্রতিরক্ষা-বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির সদস্যদের সঙ্গেও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ভারত তার "জিরো টলারেন্স" নীতি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে।
রোমে, বিজেপি সাংসদ রবিশঙ্কর প্রসাদের নেতৃত্বে ভারতীয় প্রতিনিধিদল ইতালির বিদেশ ও প্রতিরক্ষা কমিটির সভাপতি স্টেফানিয়া ক্র্যাক্সির সঙ্গে আলোচনা করে। ভারত-ইতালি সংসদীয় মৈত্রী গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিনেটর জুলিও তের্জি ডি সান্ত'আগাতা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, "ভারত ও ইতালির মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে এবং উভয় দেশই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করে।"
রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় কুমার ঝা নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল জাকার্তায় বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, একাডেমিশিয়ান, গবেষকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সীমান্ত পেরিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের কঠোর মনোভাব তুলে ধরা হয়। আলোচনায় সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলি খোঁজার উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।
পানামায়, কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এবং সন্ত্রাসবাদ রুখতে ভারতের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। ভারতীয় দূতাবাসের একটি অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "ভারত এখন দ্বিতীয় গাল দেখাবে না, প্রত্যাঘাত করবে।" তিনি বলেন, "পহেলগামে সন্ত্রাসী হামলা কাশ্মীরি অর্থনীতি এবং পর্যটনকে ধ্বংস করতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কৌশলগত ষড়যন্ত্র।"
রাষ্ট্রীয় কংগ্রেস পার্টি (শরদ পাওয়ার গোষ্ঠী) সাংসদ সুপ্রিয়া সুলের নেতৃত্বাধীন প্রতিনিধিদল ২৭ মে থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার তিনদিনের সফরে রয়েছে। কেপটাউনে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্সির উপমন্ত্রী কেনেথ মোরোলং-এর সঙ্গে বৈঠকে ভারতীয় অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়। উপমন্ত্রী জানান, বিষয়টি প্রেসিডেন্সির উচ্চপর্যায়ে তোলা হবে।
বিজেপি সাংসদ বিজয়ন্ত পাণ্ডার নেতৃত্বে সৌদি আরবে প্রতিনিধিদল স্থানীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আদেল বিন আহমেদ আল-জুবেইরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধিদল পহেলগাম হামলার নিন্দায় সৌদি আরবের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমর্থনের প্রশংসা করে। আলোচনায় সন্ত্রাসবাদী পরিকাঠামো ধ্বংস এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থল উচ্ছেদের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।
এদিকে, শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডের নেতৃত্বে একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল কঙ্গো সফর শেষ করে সিয়েরা লিওনে পৌঁছেছে।

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫

প্রস্তুতি পর্যালোচনায় আন্তঃ -আয়ুক্ত কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

নয়াদিল্লি, ২৯ মে: আসন্ন ১১তম আন্তর্জাতিক যোগ দিবস ২০২৫-এর আয়োজনের প্রস্তুতি পর্যালোচনার জন্য নয়াদিল্লিতে এক আন্তঃ-আয়ুক্ত কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, আয়ুষ সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের উর্ধতন কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা এই বৈশ্বিক স্বাস্থ্য উৎসবে সর্বস্তরের অংশগ্রহণ এবং কার্যকর প্রচারের কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।
আয়ুষ মন্ত্রী প্রতাপরাও জাধব এই অনুষ্ঠানে বলেন, "যোগ দিবস শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়, এটি একটি গণআন্দোলন, যা মন্ত্রণালয়, প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ নাগরিকদের সমন্বিত স্বাস্থ্যচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে।" তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "প্রত্যেক নাগরিক পর্যন্ত যোগ পৌঁছে দেওয়ার" দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়িত করার ওপর জোর দেন।
আয়ুষ সচিব, রাজেশ কোটেচা বৈঠকে জানান, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এখন বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। তিনি বলেন, "এই বছর মন্ত্রণালয় বড় আকারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চায়।" সেই লক্ষ্যে, ২১ জুন 'যোগ সঙ্গম' নামে একটি বিশেষ আয়োজন হবে, যেখানে এক লাখের বেশি যোগ সেশন একযোগে অনুষ্ঠিত হবে।
এই বছরের জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতি। তিনি এই যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানটির নেতৃত্ব দেবেন বিশাখাপত্তনম, অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে।

সিবিআই-এর অভিযান: দিল্লি, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে ১৯টি স্থানে হানা, ৬ জন গ্রেপ্তার

নয়াদিল্লি, ২৯ মে: কেন্দ্রীয় তদন্তকারি সংস্থা সিবিআই দিল্লি, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশে যৌথভাবে চালানো অভিযানে মোট ১৯টি স্থানে হানা দিয়ে ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পাশাপাশি দুটি অবৈধ কল সেন্টারও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, যেগুলি জাপানি নাগরিকদের প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছিল।
সিবিআই জানিয়েছে, অভিযুক্তরা মাইক্রোসফটের প্রযুক্তিগত সহায়তার নামে ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করে জাপানি নাগরিকদের প্রতারিত করত এবং তাদের থেকে অবৈধভাবে টাকা হাতিয়ে নিত। প্রতারিত ব্যক্তিদের টাকা নির্দিষ্টভাবে তৈরি করা ভুয়ো অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করতে বাধ্য করা হতো।
এই আন্তর্জাতিক প্রতারণার জাল ভাঙতে সিবিআই জাপানের ন্যাশনাল পুলিশ এজেন্সি এবং মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করে। অভিযানের সময় বহু ডিজিটাল ও পদার্থগত প্রমাণ জব্দ করা হয়েছে।সিবিআই-এর এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, "এই অপরাধ চক্রের অপারেশনাল স্ট্রাকচার উন্মোচনের কাজ চলছে এবং আরও গ্রেপ্তার ও জিজ্ঞাসাবাদের সম্ভাবনা রয়েছে।"

বৃহস্পতিবার আগরতলায় শিক্ষা ভবনের সামনে টেট পরীক্ষার্থীরা ডেপুটেশন প্রদান করেন।

সিকিম@৫০" এর উদযাপন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী, গত এক দশকে আমাদের সরকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার কেন্দ্রে রেখেছে

নয়াদিল্লি, ২৯ মে ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গাংটকে 'সিকিম@৫০' অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল 'যেখানে অগ্রগতি মিলিত হয় উদ্দেশ্যের সাথে, এবং প্রকৃতি বেড়ে উঠে বৃদ্ধি'র সাথে। এই বিশেষ দিনে, সিকিমের ৫০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্যের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, "ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে এখানকার জনগণের উৎসাহ, শক্তি এবং তাঁদের উদ্দীপনা দেখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে উপস্থিত থাকতে পারছি না।" তবে অদূর ভবিষ্যতে সিকিম সফরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং সিকিমবাসীদের সাফল্য এবং উদযাপনে অংশগ্রহণ করবেন বলে জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ সিকিমবাসীদের অতীতের ৫০ বছরের অর্জন উদযাপনের দিন। এরজন্য প্রধানমন্ত্রী মোদী সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দলের শ্রমের ব্যাপক প্রশংসা করেন, যারা এই মহান অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে তুলেছেন। তিনি সিকিমের জনগণকে আবারো তাদের রাজ্যের গোল্ডেন জুবিলি অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "৫০ বছর আগে, সিকিম একটি গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের জন্য যাত্রা শুরু করেছিল। সিকিমের মানুষ কেবল ভারতের ভূগোলের সাথে নয়, এর আত্মার সাথেও সংযুক্ত হয়েছিলেন বলে শ্রী মোদি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যখন সবার কথা শোনা হয় এবং সকলের অধিকার রক্ষা করা হয়, তখন উন্নয়নের জন্যও সমান সুযোগ তৈরি হয়। তিনি বলেন, আজ সিকিমের প্রতিটি পরিবারের বিশ্বাস আরও গভীর হয়েছে। শ্রী মোদি জোর দিয়ে বলেন, এই বিশ্বাসের ফলেই সারা দেশ সিকিমের অসাধারণ উন্নতি প্রত্যক্ষ করেছে। সিকিমকে দেশের গর্ব বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গত ৫০ বছরে সিকিম প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে উন্নয়নের একটি মডেলে পরিণত হয়েছে। এই রাজ্যটি একটি ব্যাপক জীববৈচিত্র্যের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে, ১০০ু জৈব রাজ্যের মর্যাদায় পৌঁছেছে এবং সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত সমৃদ্ধির প্রতীক হিসেবে উদিত হয়েছে। শ্রী মোদি উল্লেখ করেন যে, আজ সিকিম দেশের সর্বোচ্চ মাথাপিছু আয়ের রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, এই অর্জনগুলো সিকিমের মানুষের সক্ষমতার একটি সাক্ষ্য। শ্রী মোদি বলেন, গত পাঁচ দশকে সিকিম থেকে অনেক তারকা উঠে এসেছেন, যারা ভারতের দিগন্তকে আলোকিত করেছেন। তিনি সিকিমের প্রতিটি সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির জন্য তাদের অবদানের প্রশংসা করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০১৪ সাল থেকে সরকার "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ" অর্থাৎ সবাইকে নিয়ে উন্নয়ন এর মূলনীতি অনুসরণ করে আসছে। তিনি বলেন, একটি উন্নত ভারতের জন্য ভারসাম্যের প্রয়োজন, যাতে এটা নিশ্চিত হয় যে কোন অঞ্চল এগিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কোনো অঞ্চল পিছিয়ে না থাকে। ভারতের প্রতিটি রাজ্য এবং অঞ্চলের নিজস্ব ব্যতিক্রমী শক্তি রয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে মাথায় রেখে, গত দশকে সরকার উত্তর-পূর্বকে উন্নয়নের কেন্দ্রে রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সরকার "অ্যাক্ট ইস্ট" নীতিকে "অ্যাক্ট ফাস্ট" এর আত্মার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।' দিল্লিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্ব বিনিয়োগ সম্মেলনের কথা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শীর্ষ শিল্পপতি এবং বড় বিনিয়োগকারীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, যারা সিকিম সহ উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, আগামী বছরের মধ্যে, সিকিম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুবকদের জন্য অনেক কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।
মোদী বলেন, "আজকের অনুষ্ঠানে সিকিমের ভবিষ্যৎ যাত্রার একটি ঝলক দেখা যাচ্ছে।" এদিন সিকিমের উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন হয়েছে এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই প্রকল্পগুলি অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা, পর্যটন, সংস্কৃতি, এবং ক্রীড়া সুবিধাকে উন্নত করবে। তিনি এসব প্রকল্পের সফল উদ্বোধনের জন্য সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সিকিম, গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে, ভারতের উন্নয়ন কাহিনীতে একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে উঠছে। এ ব্যাপারে বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যেখানে দিল্লির দূরত্ব একসময় অগ্রগতির জন্য একটি বাধা ছিল, সেই অঞ্চলে এখন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, এই পরিবর্তনের জন্য সবচেয়ে বড় কারণ হলো যোগাযোগের উন্নতি। একটি পরিবর্তন যা সিকিমের মানুষ প্রথমবার প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী আরো একটি সময়ের কথা স্মরণ করেন যখন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং চাকরির জন্য ভ্রমণ একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। তিনি উল্লেখ করেন যে, গত দশকে পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি জানান, এই সময়ে সিকিমে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার নতুন জাতীয় মহাসড়ক নির্মিত হয়েছে। গ্রামে শতাধিক কিলোমিটার নতুন রাস্তা নির্মিত হয়েছে। অটল সেতুর নির্মাণ সিকিমকে দার্জিলিংয়ের সাথে সংযুক্ত করেছে। সিকিমকে কালিম্পংয়ের সাথে সংযুক্ত করার জন্য কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বাগডোগরা-গ্যাংটক এক্সপ্রেসওয়ে সিকিমে আসা-যাওয়া অনেক বেশি সহজ করে দেবে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে, তিনি এই এক্সপ্রেসওয়েটিকে গোরখপুর-শিলিগুড়ি এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত করার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছেন, যা এই অঞ্চলের পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে।
উত্তর-পূর্বের সমস্ত রাজ্যের রাজধানী শহরগুলিকে দ্রুত রেলপথের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই কাজে ভাল অগ্রগতি হচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন, সেবক-রংপো রেললাইন সিকিমকে জাতীয় রেল নেটওয়ার্কের সঙ্গে একীভূত করবে। তিনি জানান, যেখানে রাস্তাঘাট নির্মাণ করা সম্ভব নয়, সেখানে বিকল্প হিসেবে রোপওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। শ্রী মোদী আরও জানান যে, আজকের দিনে বেশ কয়েকটি রোপওয়ে প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে, যা সিকিমের মানুষের জন্য সুবিধা বাড়াবে। তিনি মন্তব্য করেন যে, গত দশকে, ভারত নতুন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এগিয়ে গেছে এবং স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়ন একটি প্রধান অগ্রাধিকার হিসেবে রয়ে গেছে। গত ১০-১১ বছরে, প্রতিটি রাজ্যে বড় হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। শ্রী মোদী আরও উল্লেখ করে বলেন যে, দেশে এইমস এবং মেডিকেল কলেজগুলির উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। সিকিমের মানুষের জন্য এদিন ৫০০ বেডের একটি হাসপাতাল উৎসর্গ করার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি, যাতে সবচেয়ে অবহেলিত পরিবারগুলোও এখানে স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালের বিল্ডিং নির্মাণের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করার পাশাপাশি এটি যাতে সাশ্রয়ী এবং উচ্চমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে পারে তা নিশ্চিত করা হচ্ছে। তিনি তুলে ধরেন যে, আয়ুষ্মান ভারত স্কিমের অধীনে সিকিমে ২৫,০০০ এরও বেশি মানুষ বিনামূল্যে চিকিৎসা পেয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, দেশব্যাপী ৭০ বছর বা তার বেশি বয়স্ক সকল প্রবীণ নাগরিক এখন ৫ লক্ষ পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য যোগ্য। তিনি আরও নিশ্চিত করেছেন যে, সিকিমের বৃদ্ধ সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়ে পরিবারের সদস্যদের চিন্তা করার দরকার হবে না, কারণ সরকার তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "একটি উন্নত ভারতের ভিত্তি চারটি শক্তিশালী স্তম্ভের উপর নির্ভর করে। এগুলো হল- গরীবদের, কৃষকদের, মহিলাদের, এবং যুবকদের ক্ষমতায়ন"। একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশ ক্রমেই এই স্তম্ভগুলোকে শক্তিশালী করছে। তিনি ভারতের কৃষি উন্নতির জন্য তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য সিকিমের কৃষকদের প্রশংসা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সিকিম কৃষি উন্নতির নতুন ঢেউয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে"। শ্রী মোদী, জোর দিয়ে বলেন যে, সিকিম থেকে জৈব পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে সম্প্রতি, সিকিমের বিখ্যাত ডালে খুরসানি মরিচ প্রথমবারের মতো রপ্তানি করা হয়েছে এবং মার্চ ২০২৫-এ প্রথম চালান বিদেশে পাঠানো হয়েছে। শ্রী মোদী বলেন, আসন্ন বছরগুলিতে, সিকিমের আরও অনেক পণ্য বৈশ্বিকভাবে রপ্তানি করা হবে। তিনি নিশ্চিত করেন যে, এই প্রচেষ্টাগুলোকে সমর্থন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছে। সিকিমের জৈব পণ্যকে আরও সমৃদ্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আরেকটি পদক্ষেপ গ্রহণের কথাতুলে ধরে, প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে দেশের প্রথম জৈব মৎস্য ক্লাস্টার সোরেঙ জেলার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই উদ্যোগ সিকিমকে জাতীয় এবং বৈশ্বিক উভয় স্তরে একটি নতুন পরিচয় এনে দেবে। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন যে, জৈব চাষের পাশাপাশি সিকিম এখন জৈব মৎস্যের জন্যও স্বীকৃত হবে। তিনি বলেন, জৈব মাছ এবং মাছের পণ্যের জন্য বৈশ্বিকভাবে উল্লেখযোগ্য চাহিদা রয়েছে। এই উন্নয়ন সিকিমের যুবকদের জন্য মৎস্য খাতের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
সম্প্রতি দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকটির কথা উল্লেখ করে শ্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে, প্রতিটি রাজ্যের জন্য একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পর্যটন গন্তব্য উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সিকিম এখন শুধুমাত্র একটি পাহাড়ি স্টেশন হওয়ার সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্ব পর্যটন গন্তব্য হিসেবে বিকশিত হওয়ার সময় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সিকিমের সম্ভাবনা অতুলনীয়, এটি একটি সম্পূর্ণ পর্যটন প্যাকেজ প্রদান করে।' তিনি বলেন, সিকিম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং আধ্যাত্মিকতার পাশাপাশি হ্রদ, জলপ্রপাত, পর্বত এবং শান্ত বৌদ্ধ বিহারেরও বাড়ি। শ্রী মোদী বলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা একটি জাতীয় উদ্যান, এটি একটি ইউনেস্কো স্বীকৃত বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান, এটি এমন একটি ঐতিহ্য যা কেবল ভারতকে নয় গোটা বিশ্বকে গর্বিত করে। তিনি উল্লেখ করেন, যে নতুন স্কাইওয়াকটি নির্মাণাধীন, যে গোল্ডেন জুবিলী প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করা হচ্ছে এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীর একটি মূর্তি উন্মোচন করা হচ্ছে, এসব প্রকল্প সিকিমের নতুন উন্নতির শিখরের প্রতীকী কিছু।
'সিকিমের অ্যাডভেঞ্চার ও ক্রীড়া পর্যটনের জন্য বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে' — একথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ট্রেকিং, পর্বত বাইকিং এবং উচ্চতা প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম এই অঞ্চলে বিরাজমান হতে পারে। তিনি উল্লেখ করেন যে, সিকিমকে সম্মেলন পর্যটন, স্বাস্থ্য পর্যটন এবং কনসার্ট পর্যটনের একটি কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য রয়েছে। গোল্ডেন জুবিলি কনভেনশন সেন্টার এই ভবিষ্যতের প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মন্তব্য করে, প্রধানমন্ত্রী জানান যে গ্যাংটকের মনোমুগ্ধকর পরিবেশে বিশ্বখ্যাত শিল্পীদের পারফর্ম করার সুযোগ রয়েছে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গেও তিনি একমত যে সিকিম প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সাদৃশ্য সুন্দরভাবে তুলে ধরতে সক্ষম।
উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের বৈঠক আয়োজন করার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, এর মাধ্যমে বিশ্বের কাছে এই এলাকার সম্ভাবনাকে তুলে ধরা হয়েছে। সিকিম সরকার যেভাবে দ্রুত এই দৃষ্টিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করছে তারজন্য শ্রী মোদি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ভারত এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব অর্থনৈতিক শক্তি এবং একটি ক্রীড়া সুপারপাওয়ার হওয়ার পথে রয়েছে। উত্তর-পূর্বের যুবকরা, বিশেষ করে সিকিমের যুবকরা, এই স্বপ্ন অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। শ্রী মোদি সিকিমের ধনী ক্রীড়া ঐতিহ্যকে স্বীকার করেছেন, ফুটবল কিংবদন্তি ভাইচুং ভূঁটিয়া, অলিম্পিয়ান তারুন্দীপ রাই এবং খেলোয়াড় জসলাল প্রধানের মতো ব্যক্তিত্বদের কথা উল্লেখ করে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি এমন একটি ভবিষ্যৎ এর কথা কল্পনা করেছেন যেখানে সিকিমের প্রতিটি গ্রাম ও শহরে নতুন চ্যাম্পিয়ন তৈরি হবে। তিনি বলেন, "ক্রীড়া শুধুমাত্র অংশগ্রহণের জন্য নয় বরং সংকল্পের সাথে বিজয় অর্জনের জন্য হওয়া উচিত।" গ্যাংটকের নতুন ক্রীড়া কমপ্লেক্স ভবিষ্যতের চ্যাম্পিয়নদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। তিনি উল্লেখ করেন যে, খেলো ভারত প্রকল্পের অধীনে, সিকিম বিশেষ মনোযোগ পাচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রতিভা সনাক্তকরণ, প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি এবং টুর্নামেন্টগুলো সব স্তরে সাহায্য পাচ্ছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে সিকিমের যুবকদের উদ্দীপনা ও আবেগ ভারতকে অলিম্পিক গৌরবে উন্নীত করবে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সিকিমের মানুষ পর্যটনের ক্ষমতা বোঝেন। তিনি বলেন, পর্যটন কেবল বিনোদন নয়, বরং বৈচিত্র্যের উদযাপন। পহেলগামের হামলা কেবল ভারতীয়দের বিরুদ্ধে আক্রমণ ছিল না, এটি মানবতার এবং ভ্রাতৃত্বের বিরুদ্ধে একটি আক্রমণ। তিনি উল্লেখ করেন যে সন্ত্রাসীরা কেবল অনেক পরিবারের সুখ চুরি করেনি, বরং ভারতের জনগণের মধ্যে বিভাজনের চেষ্টা করেছে। শ্রী মোদী ঘোষণা করেন যে, 'আজ গোটা বিশ্ব ভারতীয়দের নজিরবিহীন একতার সাক্ষী হয়েছে এবং দেশ সন্ত্রাসীদের এবং তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে সর্বত্র এই স্পষ্ট বার্তা পাঠানোর জন্য একত্রিত হয়েছে।" তিনি উল্লেখ করেন যে, তারা ভারতীয় কন্যাদের কপালের সিন্দুর মুছিয়ে যন্ত্রণা দিয়েছে, কিন্তু ভারত অপারেশন সিন্দুরের মাধ্যমে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসী ঘাঁটিগুলি ধ্বংসের পরে পাকিস্তান ভারতীয় অসামরিক ও সৈন্যদের লক্ষ্যবস্তু করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এই প্রক্রিয়া প্রকাশ্যে এসে পড়ে। শ্রী মোদি জোর দিয়ে বলেন যে, ভারত পাকিস্তানের বেশ কয়েকটি বিমানঘাঁটি ধ্বংস করে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে, যা দেশের কৌশলগত সক্ষমতাকে তুলে ধরেছে।
শ্রী মোদী বলেন, "সিকিমের ৫০ বছরের মাইলফলক রাজ্য হিসেবে সকলের জন্য একটি অনুপ্রেরণা এবং উন্নয়নের যাত্রা সিকিম এখন আরও দ্রুততার দিকে ধাবিত হবে। তিনি উল্লেখ করেন যে, ২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার ১০০ বছর এবং সিকিমের রাজ্য হিসেবে ৭৫ বছর পূর্ণ হবে।এই মাইলফলের জন্য সিকিম কেমন হবে সে বিষয়ে লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন তিনি। সিকিমের ভবিষ্যতের জন্য একটি রোডম্যাপ পরিকল্পনা, পর্যালোচনা এবং একটি সমন্বিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়ে, শ্রী মোদী সিকিমের অর্থনীতিকে উন্নত করার এবং এটি একটি 'সুস্বাস্থ্য রাজ্য' হিসেবে গঠনের গুরুত্বের উপর জোর দেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, যুবকদের জন্য আরও সুযোগ তৈরিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। সিকিমের যুবসমাজকে শুধু স্থানীয় চাহিদার জন্যই নয়, বরং বৈশ্বিক চাহিদাও মেটানোর জন্য প্রস্তুত হতে হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। আন্তর্জাতিকস্তরে যে সমস্ত ক্ষেত্রে যুবকদের উচ্চ চাহিদা থাকবে, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন দক্ষতা বিকাশের সুযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন তিনি।
সিকিমকে যাতে আগামী ২৫ বছরে উন্নয়ন, ঐতিহ্য এবং বৈশ্বিক স্বীকৃতির সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে যাওয়া যায় তারজন্য প্রধানমন্ত্রী সকলকে একটি সম্মিলিত অঙ্গীকার নিতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমাদের স্বপ্ন হলো সিকিম শুধু ভারতের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি সবুজ মডেল রাজ্যে পরিণত হোক।' সিকিমের প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি নিরাপদ বাড়ি নিশ্চিত করার লক্ষ্যের উপর জোর দিয়ে প্রতিটি বাড়িতে সৌরশক্তির বিদ্যুৎ পৌঁছানোর দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সিকিমকে কৃষি-স্টার্টআপ এবং পর্যটন স্টার্টআপের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় হতে হবে এবং জৈব খাবারের রপ্তানিতে বৈশ্বিকভাবে তার পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সিকিম এমন একটি স্থান হওয়া উচিত যেখানে প্রতিটি নাগরিক ডিজিটাল লেনদেন গ্রহণ করবে এবং এই রাজ্যে বর্জ্য থেকে সম্পদ তৈরির উদ্যোগগুলিকে নতুন উচ্চতায় উন্নীত হবে। শ্রী মোদী এই বলে বক্তব্যের সমাপ্তি টানেন যে, 'আগামী ২৫ বছর হবে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্যগুলি অর্জন এবং সিকিমের বৈশ্বিক মঞ্চে উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গিত।' এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকলকে এগিয়ে যেতে আহ্বান রাখেন।
অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সিকিমের রাজ্যপাল ওম প্রকাশ মাথুর, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য, এদিন প্রধানমন্ত্রী সিকিমে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং উদ্বোধন করেছেন। প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে নামচি জেলায় ৭৫০ কোটি টাকার বেশি মূল্যের একটি নতুন ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতাল; গ্যালশিং জেলার পেলিংয়ে সাঙ্গাচোলিংয়ে যাত্রী রোপওয়ে; সিকিম জেলার সাঙ্গখোলায় অটল অমৃত উদ্যানের সামনে ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী"জির মূর্তি সহ অন্যান্য প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী ৫০ বছরের অন্তর্ভূক্তির স্মারক মুদ্রা, স্মৃতিচিহ্ন মুদ্রা এবং ডাকটিকিটেরও সূচনা করেছেন।

পাচার সামগ্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে : বামুটিয়া এলাকায় সীমান্তবর্তী জঙ্গল থেকে প্রচুর পরিমাণ কাপড় ও চশমা উদ্ধার করেছে পুলিশ। পাচারের উদ্দেশ্যে এই পাচার সামগ্রীগুলি জঙ্গলে মজুত রাখা হয়েছিল বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গোপন খবরের ভিত্তিতে মোহনপুরের এসডিপিও'' র নেতৃত্বে বামুটিয়া এলাকায় পুলিশের অভিযানে বিপুল পরিমাণ কাপড় ও চশমা উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার করা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। অভিযানে ছিলেন বামুটিয়া ফাঁড়ির ওসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী।

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে মোহনপুরের এসডিপিও সব্যসাচী দেবনাথ বলেন, মালিকবিহীন অবস্থায় একটি জঙ্গল থেকে অবৈধ মজুত সামগ্রী গুলি উদ্ধার হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই জঙ্গলে এগুলো মজুদ করে রাখা হয়েছিল বলে পুলিশ ধারনা করছে। উল্লেখ্য সীমান্তে কঠোর নজরদারি বজায় থাকা সত্ত্বেও পাচারকারীরা নানা কৌশলে তাদের পাচার বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছে।

পশ্চিমবঙ্গ হিংসা

● প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তাহীনতা বেড়েই চলেছে। নারীদের উপর ঘটে চলা নৃশংস অপরাধগুলি রাজ্যের সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট করে দেয়।"

তিনি আরও বলেন, তৃতীয় সংকট হচ্ছে যুবসমাজের মধ্যে বাড়তে থাকা হতাশা, যেটির মূল কারণ কর্মসংস্থানের অভাব। চতুর্থত, সর্বব্যাপী দুর্নীতি যা জনমানসে প্রশাসনের উপর থেকে বিশ্বাস হ্রাস করছে। পঞ্চম সংকট, শাসক দলের স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতি, যার ফলে দরিদ্র মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে মোদী বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস কয়েক হাজার শিক্ষক ও তাদের পরিবারের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করেছে। এটা শুধু কিছু চাকরির প্রশ্ন নয়, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার উপর আঘাত। অথচ, সরকার নিজের দোষ স্বীকার না করে আদালত ও বিচার ব্যবস্থার উপর দোষ চাপাচ্ছে।"

তিনি বলেন, এই দুর্নীতির বোঝা আজ বইছে রাজ্যের যুব সমাজ, গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি। তাই এখন জনগণের মন থেকে তৃণমূল সরকারের উপর বিশ্বাস উঠে গিয়েছে। মোদী আরও অভিযোগ করেন, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের বৈঠকে রাজ্য সরকারের অনুপস্থিতি প্রমাণ করে যে তৃণমূলের কাছে রাজ্যের উন্নয়ন নয়, বরং রাজনীতি বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন এলাকা

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরায় কদমতলা ১২.৫এমএম, আশাপাড়া ১৯ এমএম, সিপাহিজলা জেলায় সোনামুড়া ৭৫.৫ এমএম, সিপাহিজলা ৭৩ এমএম, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিলোনিয়া ২৭.৫ এমএম, বগাফা ১৯ এমএম, গকুলপুর ৭ এমএম, সাব্রুম ১৪ এমএম, ঊনকোটি জেলায় কৈলাসহর ২১ এমএম, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় আগরতলা এয়ারপোর্ট ৫২.৫ এমএম, বোধজঙ্গনগর ৪০ এমএম, আগরতলা ডিএম অফিস ৬৫ এমএম, নাগিছড়া ৭৩ এমএম, জিরানিয়া ৩৩ এমএম, সচিবালয় ৫৪.৫ এমএম, মেট আগরতলা ৬৪ এমএম, খোয়াই জেলায় তেলিয়ামুড়া ২৭ এমএম, খোয়াই ২৮ এমএম এবং ধলাই জেলায় গণ্ডাছড়া ২০.৫ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, পশ্চিম জেলায় সর্বাধিক ৩৮২ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। এরপর সিপাহিজলা জেলায় ১৪৮.৫ এমএম বৃষ্টিপাত হয়েছে। গোমতী জেলায় বৃষ্টিপাতের কোন রেকর্ড আবহাওয়া দফতরের তরফে প্রদান করা হয়নি।এদিকে, ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে রাজধানী আগরতলায় বিভিন্ন স্থান জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। জল নিষ্কাশনে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হলেও কভার ড্রেনের কাজের জন্য কিছুটা সমস্যা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৃষকরা হলেন অন্নদাতা ভগবান, দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড: সমবায় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে : কৃষকরা হলেন অন্নদাতা, ভগবান, দেশের অর্থনীতির মেরুদন্ড। কৃষকের উন্নতি হলেই দেশের উন্নয়ন হবে। আজ জোলাইবাড়ি ব্লকের দেবদারু কমিউনিটি হলে দক্ষিন ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক "বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান" কর্মসূচির উদ্বোধন করে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া একথা বলেন। সমবায়মন্ত্রী বলেন, দেশের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কৃষকদের কারণেই আজ সারা পৃথিবীতে অর্থনীতির মানদন্ডে ভারত চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। আর তাই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার এই অন্নদাতাদের যোগ্য সম্মান দিতে বিনামূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের হাতে তুলে দিচ্ছে। সরকার সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করছে। সরকার চায় কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে। বিকশিত ভারত নির্মাণে দক্ষ কৃষক প্রয়োজন বলে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন।

সমবায় মন্ত্রী ছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, জোলাইবাড়ি বিএসি"র চেয়ারম্যান অশোক মগ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য শম্ভু মানিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী দ্বীপায়ন চৌধুরী, জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সুজিত দত্ত প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কৃষি দপ্তরের উপ অধিকর্তা সুজিত কুমার সাহা। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার মৎস্য, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, বীরচন্দ্র মনুর কেন্দ্রীয় কৃষি বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা এবং এলাকার প্রায় তিন শতাধিক কৃষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। জোলাইবাড়ি ব্লকের ৬টি স্থানে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান হচ্ছে আজ। ২৯মে থেকে ১২ জুন পর্যন্ত এই অভিযান চলবে। দেবদারু কমিউনিটি হলের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি জয়দেব দত্ত।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পঞ্চায়েতের বিকাশ সূচক নিয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের উদ্যোগে পঞ্চায়েতের বিকাশ সূচক নিয়ে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্য সদস্যা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার প্রতিটি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানগণ, বি.এ.সি.-র চেয়ারম্যানগণ, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বলেন, প্রতিটি পঞ্চায়েতে উন্নয়নমূলক কাজের সূচক বাড়াতে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, ভিলেজ কমিটি এবং জিলা পরিষদস্তরের জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। এ বিষয়ে ব্লকস্তরে প্রতিটি দপ্তরের সঙ্গে প্রত্যেক মাসে একবার পর্যালোচনা সভা করা প্রয়োজন। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে এবং কাজের মধ্য দিয়েই পশ্চিম ত্রিপুরাকে প্রথম স্থানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করতে হবে। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক মেঘা জৈন বলেন, পঞ্চায়েতস্তরে প্রতিটি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাকে উন্নয়নের মানচিত্রে এক বিশেষ জায়গায় নিয়ে যেতে হবে।কর্মশালায় প্রজেক্টরের মাধ্যমে পঞ্চায়েত বিকাশ সূচকে ৯টি থিমের ৩২টি ক্ষেত্রে কিভাবে কাজ করতে হবে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

মমতার

● প্রথম পাতার পর

এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজ মোদীজি যা বললেন, তা শুনে আমরা শুধু হতবাক নই, অত্যন্ত মর্মাহত। যখন বিরোধীপক্ষ দেশের স্বার্থে একজোট হয়ে কাজ করছে, তখন প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে তাঁর মন্ত্রী বলেন, 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মতো 'অপারেশন বাংলা' চালানো হবে। আমি ওদের চ্যালেঞ্জ করছি সাহস থাকলে কালই ভোট হোক। আমরা প্রস্তুত, বাংলা প্রস্তুত। তবে একটা কথা মনে রাখবেন সময় বড় জিনিস, সময় মনে রাখতে হবে।"

বিজেপিকে কটাক্ষ করে মমতা বলেন, "ওরা হলো 'জুমলা পার্টি'। মিথ্যে কথা ছড়িয়ে দেশকে বিভ্রান্ত করছে। 'অপারেশন সিন্দুর' নিয়ে রাজনীতি করছে। দেশ লুটে নিচ্ছে, পরে পালিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের কথা একজন প্রধানমন্ত্রীকে মানায় না। অপপ্রচার করে দেশ চালানো যায় না।"

তিনি আরও বলেন, "এই সময়ে, যখন সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অভিযান চলছে, তখন প্রধানমন্ত্রী দলীয় নেতার মতো ভাষায় রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করছেন। অথচ এই রাজ্য সরকারই আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে দেশরক্ষার কাজ করছে।"

জাতীয় নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কার্যক্রমে বিরোধীপক্ষের ভূমিকা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের প্রতিনিধি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই দলে রয়েছেন এবং প্রতিদিন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন। এমন সময়ে, একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, একজন দলীয় নেতা হিসেবে মোদী কথা বলছেন। তিনি এক সরকারকে আক্রমণ করছেন, যে সরকার দেশকে রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।" "তখনও মোদীজি বিরোধীদের দোষারোপ করছেন, বিভাজনের রাজনীতি করছেন। এটা প্রধানমন্ত্রীর ভাষা হতে পারে না, এটা দলীয় সভাপতির ভাষা," বলে কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিজেপিকে নিশানা করে তৃণমূল নেত্রী আরও বলেন, "আপনারা সরকারের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন। মিথ্যা কথা বলে বিরোধীদের দোষারোপ করছেন, যেন আপনারা বিজেপি "জুমলা পার্টির" নেতা। শুধু অপপ্রচার করছেন। দেশকে লুটে পালিয়ে যাচ্ছেন। এই ধরনের ভাষা একজন প্রধানমন্ত্রীকে শোভা পায় না।"

এই ঘটনায় রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ আরও উত্তপ্ত হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধের প্রেক্ষিতে আগামী দিনগুলিতে রাজনৈতিক মেরুকরণ আরও গভীর হবে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

মুখ্যমন্ত্রী

● আটের পাতার পর

সহজলভ্য করেছে। ইতিমধ্যে কলেজগুলির জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগ করা হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে নতুন কলেজ খোলা হচ্ছে। ছাত্রীদের জন্য টিউশন ফি মকুব করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা এবং মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার মতো প্রকল্পও চালু করা হয়েছে। যোগ্য শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে স্কুটি বিতরণ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী ডিগ্রিপ্রাপ্ত পড়ুয়াদের উদ্দেশ্যে বলেন, জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে পা রাখার সাথে সাথে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে। তবে যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে জীবনে এগিয়ে যেতে হবে। সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পাশাপাশি বিনয়ী হওয়ার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিপ্রাপ্ত সকলের ভবিষ্যৎ জীবন ও প্রচেষ্টার সফলতা প্রত্যাশা করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এম.বি.বি. বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ড. বিভাস দেব। এছাড়াও শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার, এম.বি.বি. বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. সুমন্ত চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও পি.এইচ.ডি., স্নাতকোত্তর, স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্ত পড়ুয়া সহ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা পড়ুয়াদের উত্তীর্ণ হওয়ার শংসাপত্র প্রদান করা হয়। ১৩৫ জন কৃতীকে একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডিড নান্নু, মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা সহ অতিথিগণ তাদের হাতে শংসাপত্র ও পদক তুলে দেন।

কৃষিমন্ত্রীর হাত ধরে চড়িলামে শুরু হল পাম চাষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে : কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথের হাত ধরে শুরু হল চড়িলাম ব্লকের ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম আমতলী পাড়ায় পাম চাষের। এই এলাকার তিনজন কৃষক ফনি ভূষণ দেব, নিরুপমা লস্কর দেববর্মা এবং অপরাজিতা দেবের ৭.৬ হেক্টর(৫০ কানি) জমির রাবার বাগান কেটে পাম চাষের জন্য তৈরি করা হয়। গোমতী জেলার গর্জি পতঞ্জলি নার্সারি থেকে ১১১৫ টি পাম চারা বিনামূল্যে দেওয়া হয় তাদেরকে। রাবার বাগান এবং জঙ্গল পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে পাম চারা লাগানোর জন্য মাটিতে গর্ত করা এবং পুরো বাগান বেড়া দেওয়ার জন্য সমস্ত টাকা দেওয়া হয় চড়িলাম এগ্রি সেক্টর অফিস থেকে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রবল ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ ব্রজপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম আমতলী পাড়াতে আসেন। কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ বাগানের প্রথম চারাটি নিজ হাতে রোপন করেন। মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন কৃষি দপ্তরের অধিকর্তা ডক্টর ফনি ভূষণ জমাতিয়া উদ্যান দপ্তরের অধিকর্তা দীপক কুমার দাস বিশালগড় কৃষি তত্ত্বাবধায়ক হিমানীশ লস্কর সিপাহীজলা উদ্যান বিভাগের উপ-অধিকর্তা সঞ্জীব দেববর্মা পতঞ্জলির র রাজ্য প্রধান অয়ন সরকার এবং চড়িলাম এগ্রি সেক্টর অফিসার ডিনকি জমাতিয়া।

চারা রোপন করে কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন রাবার চাষ থেকে পাম চাষ অত্যন্ত লাভজনক। রাবার গাছ যেমন চার বছর থেকে ফসল দিতে শুরু করে একইরকমভাবে পামও চার বছর থেকে ফসল দেয়। আমাদের দেশ এবং রাজ্যে ভোজ্য তেলের সংকট রয়েছে। আমরা দুধে মাছে ডিমের জোগান থাকলেও ভোজ্য তেলের জোগানে ঘাটতি রয়েছে। আমরা মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়া থেকে ভোজ্য তেল আমদানি করি। ভোজ্য তেল এমন একটা জিনিস যেটা ফার্স ফুডের খাবার থেকে শুরু করে সুগন্ধি দ্রব্য সবকিছুতে ব্যবহৃত হয়। আগামী দিনে আমরা পাম চাষ করে ভোজ্য তেলের সংকট ঘোচাতে চাই। যে সমস্ত কৃষকদের জায়গা আছে তাদেরকে ভোজ্য তেল অর্থাৎ পাম চাষ করার জন্য আবেদন জানান কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

তিনি বলেন বাদাম চাষ, ডাল চাষ, পাম চাষ সমস্ত ধরনের চাষবাসে সরকার আপনাদের সাহায্য করবে। সরকার চায় কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে। যদি জমি খিল রাখা হয় তাহলে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হবে না। কোন মানুষ যাতে বিন্দু পরিমাণ জায়গাও খালি না রাখে। যার যতটুকু জায়গা আছে সেই জায়গাতে চাষবাস করার জন্য আবেদন করেন কৃষিমন্ত্রী। তিনি আরো বলেন রাবারের দাম বাড়ে কমে কিন্তু ভোজ্য তেলের দাম স্থির থাকে। ভোজ্য তেলের দাম বাড়বে কিন্তু কমবে না। আগামী দিনে পাম চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার জন্য কৃষি দপ্তরের এবং উদ্যান দপ্তরের আধিকারিকদের ব্রজপুর পশ্চিম আমতলী পাড়ায় তিন কৃষকের জমিতে দাঁড়িয়ে তাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী।

সালেমা কৃষি মহকুমার উদ্যোগে সূচনা হল 'বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৯ মে : বৃহস্পতিবার কমলপুর মহকুমার সালেমা কমিউনিটি হলে সালেমা কৃষি মহকুমার উদ্যোগে সূচনা হল 'বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান'। বৃহস্পতিবার সালেমা কমিউনিটি হলে এক পক্ষকাল ব্যাপী 'বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান' প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সূচনা করেন সুরমা বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল।

অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জেলার জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অনাদি সরকার, সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বীনা রানী বিশ্বাস, ভাইস চেয়ারম্যান ননী গোপাল কর, ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানী অভিজিৎ দেবনাথ, সালেমা কৃষি তত্বাবধায়ক সত্য রঞ্জন দেব, জেলার কৃষি এডভাইজার কমিটির চেয়ারম্যান দীপ্তি রক্ষিত সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন সালেমা কৃষি তত্বাবধায়ক সত্য রঞ্জন দেব। এক পক্ষকাল ব্যাপী বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান চলবে আগামী ১২ জুন পর্যন্ত।

কৃষি সমৃদ্ধি, সচ্ছলতা আর আত্মনির্ভরতার অঙ্গীকার নিয়ে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের মূল উদ্দেশ্য। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ আজ থেকে সমস্ত দেশ সহ রাজ্যে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান চলবে। প্রতিটি কৃষি নির্ভর অঞ্চল গুলিতে কৃষি বিজ্ঞানীরা গিয়ে কৃষকদের কৃষি কাজ সম্প্রসারণ, মৃত্তিকা পরিক্ষা করে কোন ফসলের উপযোগী সেই ফসলের উৎপাদন বাড়ানো এবং কৃষকের আয় বাড়ানোর উপর চাষের গুরুত্ব দিবেন। অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে বিধায়িকা স্বপ্না দাস পাল বলেন, যখন থেকে আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দায়িত্ব নিয়েছেন সেই থেকে তিনি কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে কাজ করছেন।কৃষকরা হল আমাদের সম্পদ, কৃষকরা আমাদের অন্ন দাতা। এই অন্য দাতাদের সুবিধা, অসুবিধা আমাদের দেখতে হবে। কৃষকরা যাতে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে আমাদের প্রধানমন্ত্রী চেষ্টা করে যাচ্ছেন। স্বাগত ভাষণে সালেমা কৃষি তত্বাবধায়ক সত্য রঞ্জন দেব বলেন, সারা ভারত বর্ষে মোট ৬৭টি জেলাতে শুরু হচ্ছে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান। ২ হাজারের বেশি কৃষি বিজ্ঞানী প্রতিটি গ্রামে গ্রামে গিয়ে কৃষকদের মতবিনিময় করবে এবং নানা পরামর্শে যুক্ত থাকবে। এতে দেড় কোটি কৃষক উপকৃত হবে। একি সাথে আমাদের রাজ্যের ৮টি জেলায় এই প্রোগ্রাম হতে যাচ্ছে। এই ৮টি জেলায় মোট ১০৮ টি পঞ্চায়েত এবং ৮৬৪টি গ্রামে অভিযানে আওতায় আসবে।

বছর বাঁচাও পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

মাধ্যমিক পরীক্ষার পুনঃমূল্যায়নের ফলাফল আগামীকাল দুপুর ২টা থেকে পর্যদের ওয়েবসাইটে (www.tbse.tripura.govt.in) দেখা যাবে। ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে, যাদের ফলাফলে "পরিবর্তন" দেখানো হবে, তারা যেন নিজ নিজ বিদ্যালয়ে যোগাযোগ করেন।

তাছাড়া, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয়প্রধান, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৫ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিকের বছর বাঁচাও পরীক্ষা আগামী ৩০ জুন তারিখ থেকে শুরু হবে। ছাত্রছাত্রীরা পুরণ করা আবেদনপত্র নিজ নিজ বিদ্যালয়ে জমা দেবে ৯ জুন, ২০২৫ থেকে ১০ জুন, ২০২৫-এর মধ্যে।

সিপিএমের বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

প্রতিনিয়ত চিকিৎসার অভাবে রোগীর মৃত্যু হচ্ছে। তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে জনগণ স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেতেন। কিন্তু বিজেপি সরকারের আমলে জনগণ সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁর আরও অভিযোগ, বর্তমানে হাসপাতালে গিয়ে রোগী আক্রান্ত হচ্ছে। কিছু দিন আগে রোগীর গায়ে সিলিং ফ্যান ভেঙে পড়েছে। এমনকি, পর্যাপ্ত পরিমাণে হাসপাতালে স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা অনেক কম। বর্তমানে বেসরকারি সংসা দিয়ে হাসপাতালগুলো চলছে। কিন্তু আশচর্য্যের বিষয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজম চিকিৎসক হয়েও সমস্যাগুলো সমাধান করছেন না।

শিক্ষা ভবন ঘেরাও

● প্রথম পাতার পর

দেবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি এই বিষয় নিয়ে আর দেখা করতে রাজি নন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।বিক্ষোভরত পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, এবারের টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে একাধিক ভুল ছিল। কিছু প্রশ্ন সিলেবাস বহির্ভূত ছিল, আবার অনেক প্রশ্নেই বানান ভুল ছিল, যা পরীক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করেছে। পাশাপাশি, প্রশ্নপত্র ও আনসার কি-তে মিল না থাকার অভিযোগও তুলেছেন তারা। এমন পরিস্থিতিতে পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তারা।প্রশ্নপত্রে এবং টিআরবিটি প্রদত্ত উত্তরে যেসব ভুল হয়েছে, তা নিয়ে টেট-ওয়ান এবং টেট-টু এর বিষয় শিক্ষকদের সাথে সাক্ষাতের দাবি জানায় প্রতিবাদী ছাত্র-ছাত্রীরা। পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এমন ভুল না ঘটে, তার জন্য টিআরবিটি যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে এই দাবি তোলেন তারা।টিআরবিটির চেয়ারম্যান ডঃ প্রত্যুষ রঞ্জন দেবের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি এই বিষয় নিয়ে আর দেখা করতে রাজি নন বলে পরীক্ষার্থীরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

জারি রয়েছে সতর্কতা

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত গভীর নিম্নচাপ হিসেবেই থাকবে। এরপর ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে।

২৯ ও ৩০ মে অসম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, উপ-হিমালয়ান পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমে অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত; কিছু কিছু স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী এবং বিচ্ছিন্নভাবে অতিভারী (২০ সেমি পর্যন্ত) বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ২৯ মে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় কিছু স্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত (৭-২০ সেমি) হতে পারে।

এদিকে, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকূলজুড়ে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিমি দমকা হাওয়া ঘণ্টায় ৭০ কিমি পর্যন্ত হতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে হাওয়ার গতি কমে ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি হতে পারে। ওড়িশা উপকূলে ৩০ মে পর্যন্ত ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি দমকা হাওয়া চলবে। পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় জেলাগুলিতে আজ দুপুর থেকে ৩০ মে সকাল পর্যন্ত ঘণ্টায় ৪৫-৫৫ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলোতে ২৯-৩০ মে পর্যন্ত ঘণ্টায় ৪০-৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।

২৯-৩০ মে উত্তর ও কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও বাংলাদেশ উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্র উত্তাল থেকে খুবই উত্তাল থাকবে। ওই সময়ে মৎস্যজীবীদের উত্তর ও কেন্দ্রীয় বঙ্গোপসাগরে এবং ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ উপকূলে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব রাজ্য, উপ-হিমালয়ান পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে সম্ভাব্য সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এবং পরিস্থিতি মোকাবিলায় কিছু পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। ঝড়ো হওয়া এবং ভারি বৃষ্টিপাতে গাছপালা ও ছোট গাছ উপড়ে পড়া (বিশেষত কলা, পেঁপে, সজনে), উদ্যানপালন ও চাষের ক্ষতি, দুর্বল ঘরবাড়ি ও কাঁচা রাস্তার আংশিক ক্ষতি, হালকা বস্তু বাতাসে উড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, রাস্তাঘাট, রেলপথে বিঘ্ন ঘটা, ভূমিধস, জলাবদ্ধতা, নিম্নাঞ্চলে বন্যা, দৃষ্টিসীমা হ্রাস পেতে পারে ভারী বৃষ্টির কারণে এবং হেলিকপ্টার পরিষেবায় বিঘ্ন ঘটতে পারে।

তাই, প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে সরে যান, বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকলে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বন্ধ করে দিন এবং বিদ্যুৎ পরিবাহী বস্তু থেকে দূরে থাকুন, গাছের নিচে আশ্রয় নেবেন না এবং পর্যটন ও সামুদ্রিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রিত করার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর

২৯ মে সকাল ৮:৩০ পর্যন্ত ওড়িশায় লাঞ্জিগড়ে ১০ সেমি, চিলকায় ৮ সেমি, কৃষ্ণপ্রসাদ, গঞ্জাম, বেগুনিয়া এবং অঙ্গুলে ৭ সেমি বৃষ্টিপাত হয়েছে। অসম ও মেঘালয়ের কোকরাঝাড় ও ধুপধারায় ৮ সেমি এবং ঘর্মুরা ও বহলপুরে ৭ সেমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। এদিকে, উত্তর-পূর্ব রাজ্যের চান্দেলে ৮ সেমি, উপ-হিমালয়ান পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের লাভা (দার্জিলিং ও কালিম্পং)-তে ৭ সেমি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের অন্যতম লক্ষ্য। এরফলে আগামীতে কৃষি ক্ষেত্র আরো উন্নত হবে। উন্নত মানের ও গুণগত মানের ফসল ফলানো আরো সহায়ক হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সম্প্রতি দিল্লিতে রাইজিং নর্থইস্ট ইনভেস্টরস সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি অর্থাৎ অষ্টলক্ষী অংশগ্রহণ করেছে। আর সেখানে ৩০ হাজার কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরমধ্যে ত্রিপুরাতে ১৫,৬০০ কোটি টাকার অধিক মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। কারণ মানুষ এখন ত্রিপুরায় আসতে চাইছেন। কৃষকরা এখন আর আগের অবস্থায় নেই। আমাদের সরকার আসার পর কৃষকদের আয় বেড়েছে। আমরা চাইছি তাদের রোজগার আরো বৃদ্ধি হোক। ভারতবর্ষের গ্রামীণ এলাকায় প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষের বাস। কৃষকরা উন্নত হলেই দেশ ও রাজ্য এগিয়ে যাবে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষকদের চাষাবাদে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে এআই (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স) ও ড্রোন প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, ২০২৪ সালে ত্রিপুরায় ডিজিটাল কৃষি মিশনের অধীনে এআই ভিত্তিক ক্রপ এডভাইজারি সিস্টেমকে যাতে আরো ভালো করা যায় সেজন্য নীতি অয়োগ ও কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা ক্রমে কাজ চলছে। এতে অনেক সুবিধা হয়েছে। সবকিছুতে সংস্কার ও রূপান্তরে জোর দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পরবর্তী সবুজ বিপ্লব শুধু ট্রাক্টরের উপর নির্ভর না করে প্রযুক্তি নির্ভর ও কৃষকদের অটল চেতনা জাগ্রত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আগামীতে পুষ্টিগত অর্থনীতিতে উন্নতিকরণ, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা ও স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৬টি কৌশল স্থির করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এরমধ্যে রয়েছে - কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা, খরচ হ্রাস করা, ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, ক্ষয়ক্ষতি কম করার দিকে নজর রাখা, বৈচিত্র্যকরণ, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও মূল্য সংযোজন এবং প্রাকৃতিক ও জৈব চাষে উৎসাহিত করা। অনুষ্ঠানে তথ্য দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে বর্তমানে কৃষকের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭২ হাজারের উপর রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলছেন কৃষকরা আমাদের অন্নদাতা। তাই তাদের দেখে রাখতে হবে এবং সেরা প্রযুক্তিগুলি দিতে হবে। রাজ্যে কৃষকদের আয় প্রায় ১৩,৫৯০ টাকা হয়েছে। যেখানে ২০১৫ - ১৬তে ছিল ৬,৫৮০ টাকা। প্রধানমন্ত্রী কৃষি সম্মান নিধি ১৯ কিস্তি দেওয়া হয়েছে। তাতে প্রায় ৮৪৩ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার অধিক অর্থ দেওয়া হয়েছে। কোন মিডলম্যান ছাড়াই সরাসরি কৃষকদের একাউন্টে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনায় প্রায় ১০ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকার অধিক দেওয়া হয়েছে। আমাদের সরকার আসার পর কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হচ্ছে। এতে প্রতি কেজিতে ২৩ টাকা মূল্যে প্রায় ৪৪৬ কোটি টাকার অধিক অর্থ দেওয়া হয়েছে। সয়েল হেল কার্ড প্রায় ২ লক্ষ ৬ হাজারের অধিক বিতরণ করা হয়েছে। ৫৮টি ব্লকে একটি করে এফপিও গঠন করা হয়েছে। কৃষকদের উন্নতমানের কৃষি যন্ত্রপাতি দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন বাজারগুলিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ১৪৪টি বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়নে ৩০৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া কৃষকদের উচ্চ ফলনশীল ধান চাষে সহায়তা করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলার সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, কৃষি দপ্তরের সচিব অপূর্ব রায়, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, এই বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান চলবে আগামী ১২ জুন পর্যন্ত।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

কারণেই রক্তদানে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা। আজ রক্তদানে যারা এগিয়ে এসেছেন তাদের প্রত্যেকের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন তিনি।সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তেলেঙ্গানা রাজ্যপাল বলেন, পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দিতেই দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সিঁদুর অপারেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই অপারেশনের মধ্য দিয়ে ভারত দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে জঙ্গি ঘাঁটিগুলি ভেঙ্গে দিতে হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী এর মধ্য দিয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একটি মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে অতিও তিনি উল্লেখ করেন। এদিন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল মাওবাদী ইস্যুতেও মুখ খুলেন।তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মাওবাদী সন্ত্রাসবাদীরা অশান্তির পরিবেশ কায়েম করে রেখেছে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মাওবাদী সন্ত্রাসবাদীদের দমন করতে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে। মাওবাদী সন্ত্রাস অনেকটাই কমেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তেলেঙ্গানা রাজ্যপাল জিষ্ণু দেববর্মা বলেন উন্নয়নের মূল শর্ত হল শান্তি। কেননা শান্তি না থাকলে উন্নয়ন করা সম্ভব হবে না। স্বাভাবিক কারণেই সন্ত্রাসভবনে এবং মাওবাদী সন্ত্রাস দমনে ভারত সরকার বিশেষ করে দেশের প্রধানমন্ত্রী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা প্রশংসার দাবি রাখে।

বিদ্যুৎ কর্মীরা

● প্রথম পাতার পর

অতিক্রান্ত হলেও এখনো পর্যন্ত বেতন বৃদ্ধি হয়নি। নূন্যতম বেতনে তাঁদের সংসার চালাতে হচ্ছে। কর্মীদের আরও অভিযোগ, গত ৬ মাস ধরে তাঁরা বেতন বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। বেতন নিয়ে কোম্পানীর কর্মকতার সাথে কথা বললে তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ দফতর থেকেই বকেয়া বেতন প্রদান করা হচ্ছে না। তাই আজ বাধ্য হয়ে চার দফা দাবিতে বিদ্যুৎ দপ্তরের অর্ধিকর্তার নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন তাঁরা। তাঁদের দাবিগুলো হল, বকেয়া বেতন পরিশোধ করা, আউটসোর্সিং প্রথাকে বাতিল করে সরাসরি বিদ্যুৎ দপ্তরের অধীন নিয়োগ করা, শ্রমিক আইনে অন্তর্ভুক্ত করে বেতন প্রদান করা হোক।

খেলাধুলা

ঘরোয়া সি ডিভিশন লীগ ফুটবলে সবুজ সংঘকে হারালো সিমনা তামাকরি

সিমনা তামাকরি-৪ **সবুজ সঙ্ঘ-০**

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় পেল সিমনা তামাকরি এফ সি দল। পরাজিত করলো সবুজ সংঘকে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে বৃহস্পতিবার বিকেলে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। ম্যাচে সিমনা তামাকরি দল ৪-০ গোলে পরাজিত করলো সবুজ সংঘকে। বৃষ্টির জন্য কোনও দলের ফুটবলাররাই তেমন আহামরি খেলতে পারেননি এদিন। তারপরও বল দখলের লড়াইয়ে অনেকটাই এগিয়ে ছিলো সিমনা দলের ফুটবলাররা। শুরু থেকেই কিছুটা চড়া মেজাজে খেলার চেষ্টা করে থাকেন সিমনা দলের ফুটবলের। এতেই কিছুটা পিছিয়ে পড়ে সবুজ সংঘ। প্রথম গোল পেতে সিমনা দলকে অপেক্ষা করতে হয় ২৭ মিনিট। ওই সময় জার্সন ডার্লং গোল করে এগিয়ে দেন সিমনা দলকে। এর ৪ মিনিট পর লেম প্রসাদ রিয়াং ব্যবধান বাড়ান। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের গতি আরও বাড়ানোর চেষ্টা করে শুরু থেকেই সিমনা দলের ফুটবলাররা। আর তাতে আসে সাফল্য। দ্বিতীয়ার্ধের তিন মিনিটে অমল জমাতিয়া এবং পাঁচ মিনিটে ভারসাঙ্গা ডার্লং গোল করে ব্যবধান বাড়ান ৪-০। এরপর আর কোনও দলই গোলের মুখ খুলতে পারেননি। রেফারি সুকান্ত দত্ত ম্যাচকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলুদ কার্ড দেখান সিমনা দলের কাওমী জমাতিয়া, লেমপ্রসাদ রিয়াং, অমল জমাতিয়া এবং বিজিত দলের সুরজিৎ ধরকে।

অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের জরুরী বৈঠক ১ জুন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিশেষ করে রাজ্য সংস্থার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বৈঠক আগামী ১লা জুন রবিবার বেলা এগারোটায় দুপুরে স্পোর্টস কাউন্সিলের কনফারেন্স হল-এ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে সংস্থার সকল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল সদস্য সদস্যা এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। ত্রিপুরা অ্যাথলেটিক্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক অপু রায় এক বিবৃতিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আইপিএলের এক ম্যাচে তিন কীর্তি কোহলির, একটি নজির গড়ল তাঁর বেঙ্গালুরুও

আইপিএলের লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে এক সঙ্গে তিনটি নজির গড়লেন বিরাট কোহলি। প্রতিটি নজিরই তিনি গড়েছেন ব্যাট হাতে। তাঁর দল বেঙ্গালুরু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সও আইপিএলে ইতিহাস তৈরি করেছে মঙ্গলবার।আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি অর্ধশতরানের নজির গড়লেন কোহলি। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ৩০ বলে ৫৪ রানের ইনিংস খেলেছেন তিনি। ২৭ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন তিনি। আইপিএলে এই নিয়ে ৬৩টি অর্ধশতরান হয়ে গেল তাঁর। আর কোনও ক্রিকেটার আইপিএলে এতগুলো অর্ধশতরানের ইনিংস খেলতে পারেননি। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। আইপিএলে তাঁর অর্ধশতরানের সংখ্যা ৬২। মঙ্গলবার তাঁকে টপকে গেলেন কোহলি।লখনউয়ের বিরুদ্ধে ৫৪ রান করায় এ বারের আইপিএলে কোহলির মোট রান হল ৬০২। এই নিয়ে পাঁচ বার আইপিএলের এক মরসুমে ৬০০ বা তার বেশি রান করলেন। তিনিই প্রথম ব্যাটার হিসাবে এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। এর আগে ২০১৩, ২০১৬, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালের আইপিএলেও ৬০০র বেশি রান করেছিলেন। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন লোকেশ রাহুল। তিনি ২০১৮, ২০২০, ২০২১, ২০২২ সালে, অর্থাৎ মোট চার বার আইপিএলের এক মরসুমে ৬০০ বা তার বেশি রান করেছেন। তৃতীয় স্থানে যুগ্ম ভাবে রয়েছেন ওয়ার্নার এবং ক্রিস গেল। তাঁরা তিন বার করে এই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।মঙ্গলবারের ম্যাচে আরসিবির হয়ে ৯০০০ রানের মাইলফলকও স্পর্শ করেছেন কোহলি। প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে একটি নির্দিষ্ট টি-টোয়েন্টি দলের হয়ে ৯০০০ রান করলেন তিনি। এ দিনের ম্যাচের পর আরসিবির জার্সি গায়ে কোহলির রান হল ৯০০৪। তার মধ্যে আইপিএলে করেছেন ৮৫৭৯ রান। বাকি রান অধুনালুপ্ত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-টোয়েন্টিতে।একটি নজির গড়েছে আরসিবিও। আইপিএলের ইতিহাসে প্রথম দল হিসাবে এক মরসুমে সব অ্যাওয়ে ম্যাচ জেতার নজির গড়েছে তারা। এ বার সাতটি অ্যাওয়ে ম্যাচই জিতেছে বেঙ্গালুরু। এমন কৃতিত্ব আর কোনও দলের নেই।

শতরান করেও দলকে জেতাতে পারেননি, বেঙ্গালুরুর কাছে হেরে গোটা দলের সঙ্গে শাস্তি পেলেন পন্থ

আইপিএলে মঙ্গলবার ছিল লখনউয়ের শেষ ম্যাচ। বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে শতরান করেও দলকে জেতাতে পারেননি ঋষভ পন্থ। ম্যাচের পর বোর্ডের শাস্তিও পেয়েছেন লখনউয়ের অধিনায়ক। তিনি একা নন, লখনউ দলের সবাই শাস্তি পেয়েছেন।আইপিএলে মঙ্গলবারও মন্থর ওভার রেটের কারণে শাস্তি পেয়েছেন পন্থ। তাঁর ৩০ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার-সহ বাকি যে ক্রিকেটারেরা প্রথম একাদশে ছিলেন তাঁদের ১২ লক্ষ টাকা বা ম্যাচ ফি-র ৫০ শতাংশের মধ্যে যেটা কম, সেই অর্থ জরিমানা হিসাবে দিতে হয়েছে। এ বারের আইপিএলে তৃতীয় বার মন্থর ওভার রেটের কারণে শাস্তি পেলেন পন্থ।সপ্তম স্থানে শেষ করে আইপিএল থেকে বিদায় নিলেও পন্থ আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরে আসবেন বলে মনে করেন দলের মেন্টর জাহির খান।

ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, "অধিনায়ক হিসাবে ভাল পারফর্ম করেছে পন্থ। গোটা মরসুম থেকে এটাই আমাদের একটা ইতিবাচক দিক। ব্যাট হাতে পন্থ যে ফর্মে ছিল, সেটা দেখে নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে অনেক কিছু শিখবে। তবে ওর দক্ষতা এবং সাহস নিয়ে কারও মনে সন্দেহ ছিল না।"

পন্থের মতো জাহিরও স্বীকার করেছেন যে চোট-আঘাতের কারণেই মরসুমটা এত খারাপ গিয়েছে তাঁদের। জাহিরের কথায়, "আইপিএল শুরুর সময় সব দলেরই লক্ষ্য থাকে প্লে-অফে ওঠা।

তার জন্য অনেক পরিকল্পনা করতে হয়। মরসুমের শুরু থেকে আমরা যে সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম সেটা কাটানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। অনেক বোলারকে চোটের জন্য হারিয়েছি। তবু চেষ্টা করেছি সে দিকে মন না দিতে।"

দেশের জার্সিতে অভিষেক রোনাল্ডো-পুত্রের, জাপানকে ৪-১ হারাল পর্তুগাল

শুরুটা ভাল হল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর পুত্রের। পর্তুগালের জার্সিতে অভিষেকে জয় পেল রোনাল্ডো জুনিয়র। 'ভ্লাটকো মার্কোভিচ' আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় জাপানকে ৪-১ গোলে হারাল পর্তুগালের অনূর্ধ-১৫ দল। ভাল খেললেও অবশ্য গোল করতে পারেনি রোনাল্ডো জুনিয়র। পিতার মতোই ৭ নম্বর জার্সি পরে খেলে সে।পুত্রের অভিষেকে খুশি রোনাল্ডো। তিনি ইনস্টাগ্রামে লেখেন, "পর্তুগালের হয়ে অভিষেকের জন্য তোমাকে শুভেচ্ছা। তোমাকে নিয়ে গর্বিত।"ম্যাচের শুরু থেকে পর্তুগাল ও জাপান দু'দলই আক্রমণ করছিল। দু'দলের রক্ষণই চাপে ছিল। তবে খেলা যত গড়াল তত তার দখল নিল পর্তুগাল। ম্যাচের ২০ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল করে পর্তুগাল। লৌরেন্সো ফের্নান্দেসের ক্রস থেকে গোল করে রাফায়েল কাব্রাল। দু'মিনিট পরে আবার গোল করে রাফায়েল। এ বার একক দক্ষতায় গোল করে সে।দ্বিতীয়ার্ধে চাপ বাড়ায় জাপান। কিন্তু পর্তুগালের গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে পারছিল না তারা। তার মাঝেই বক্সে জাপানের ডিফেন্ডার ফাউল করায় পেনাল্টি পায় পর্তুগাল। স্পট থেকে নিজের ও দলের তিন নম্বর গোল করে রাফায়েল। ৭২ মিনিটের মাথায় পরিবর্ত হিসাবে নেমে কয়েক সেকেন্ড পরেই গোল করে হেনরিক আমেন। ৪-০ গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। সংযুক্তি সময়ে এক গোল শোধ করে জাপান।

তাতে খেলার ভাগ্য বদলায়নি।ক্লাব ফুটবলে সৌদি আরবের আল নাসেরে খেলেন রোনাল্ডো। সেই ক্লাবের অনূর্ধ-১৫ দলে খেলে রোনাল্ডোর পুত্র রোনাল্ডো জুনিয়র। সেখানে বেশ কয়েকটি ম্যাচে ভাল খেলেছে সে। ফরোয়ার্ডের ভূমিকায় খেলে রোনাল্ডো-পুত্র। তার গোলের চোখ মন্দ নয়। সেটাই নজর কেড়েছে পর্তুগালের জাতীয় দলের কোচের। তাই ডাকা হয়েছে তাকে। পর্তুগাল ছাড়া আরও চারটি দেশের খেলার যোগ্যতা রয়েছে রোনাল্ডো-পুত্রের। আমেরিকা, স্পেন, ইংল্যান্ড ও কেপ ভার্দের হয়েও খেলতে পারে সে। তবে শুরুতে বাবার দেশকেই বেছে নিয়েছে জুনিয়র।

শোকের আবহে বিনোদনহীন আইপিএলের আর্জি গাওস্করের, কী কী চান না প্রাক্তন অধিনায়ক?

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের আবহের মধ্যে আবার শুরু হচ্ছে আইপিএল। পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলায় ২৬ জনের মৃত্যুর শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি দেশ। তার উপর পাকিস্তানের সঙ্গে লড়াইয়ে ভারতের পাঁচ জওয়ান প্রাণ হারিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বিনোদনহীন আইপিএল আয়োজনের দাবি তুললেন সুনীল গাওস্কর।লিগ এবং প্লে-অফ মিলিয়ে আরও ১৭টি ম্যাচ রয়েছে আইপিএলের। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কাছে এই ম্যাচগুলিতে গান বাজানোর ব্যবস্থা, চিয়ার লিডার এবং ডিজে না রাখার আর্জি জানিয়েছেন গাওস্কর। তিনি বলেছেন, "বেশ কিছু পরিবার তাদের নিকটাত্মীয়কে হারিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তরিক ভাবে আশা করব আইপিএলে বাড়তি কোনও আয়োজন থাকবে না। শুধু খেলাগুলো হোক। ক্রিকেটপ্রেমীরা খেলা দেখতে আসুন। কিন্তু দু'ওভারের মাঝে ডিজে চাই না। মাঠে চিয়ার লিডারও দরকার নেই। এ রকম কিছু প্রয়োজন নেই। শুধু খেলা হোক। যাঁরা কাছের এবং প্রিয় জনদের হারিয়েছেন, তাঁদের আবেগকে এ ভাবে সম্মান জানানো যেতে পারে।" আগামী ১৭ মে থেকে শুরু হচ্ছে আইপিএল। প্রথম দিন মুখোমুখি হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং কলকাতা নাইট রাইডার্স। লিগ পর্যায়ের বাকি ম্যাচগুলি হবে ছ'টি মাঠে। প্লে-অফ পর্বের ম্যাচগুলি কোথায় হবে, তা এখনও জানায়নি বিসিসিআই।

প্রতিকূল আবহাওয়ায় স্কুল ক্রিকেট স্থগিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্থগিত রাখা হলো সদর আন্ত: স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে আগামী দু-তিনদিন ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা জারি করেছে। বৃহস্পতিবার সদর স্কুল ক্রিকেটের চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য এদিন চারটি ম্যাচই পরিত্যক্ত হয়েছে। পরে রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার সচিব সুব্রত দে জানান, আবহাওয়া দপ্তরের মতে আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফেল কোনও রকম ঝুঁকি নিতে চাইছি না। স্থগিত রাখা হয়েছে স্কুল আসরের পাশাপাশি জে সি লিগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতাও। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ৩ জুন থেকে পুনরায় শুরু হবে আসর।

২৬ জুন থেকে রাজ্য ব্যাডমিন্টন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। চারদিন ব্যাপী রাজ্য ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২৬ জুন থেকে। এন এস আর সি সি-র ব্যাডমিন্টন হলে হবে প্রতিযোগিতা। অনূর্ধ ১১,১৩, ১৫, ১৭,১৯ এবং সিনিয়র পুরুষ এবং মহিলাদের হবে প্রতিযোগিতা। এ ছাড়া থাকছে সিনিয়র পুরুষদের ডাবলস এবং ৪৫ উর্ধ বিভাগে পুরুষদের ডাবল প্রতিযোগিতা। রাজ্য সংস্থার সচিব রূপক কুমার সাহা এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছেন।

এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সে ভারতকে সোনা এনে দিলেন সেনা জওয়ান গুলবীর, খরা কাটল ৮ বছরের

আট বছরের খরা কাটল। এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়শিপের শুরুটা ভাল করল ভারত। ১০,০০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতলেন গুলবীর সিংহ। মঙ্গলবার দক্ষিণ কোরিয়ার গুমিতে ১০,০০০ মিটার দৌড় শেষ করতে ২৮ মিনিট ৩৮.৬৩ সেকেন্ড সময় নেন গুলবীর। এটা তাঁর ব্যক্তিগত সেরা সময়। পাশাপাশি ন্যাশনাল রেকর্ডও করেছেন গুলবীর উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ২৬ বছরের গুলবীর ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান। গত এশিয়ান গেমসে ১০,০০০ মিটার দৌড়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি। এ বার সোনা জিততে মরিয়া ছিলেন গুলবীর। শেষ ছ'মাস পরিবার থেকে দূরে থেকেছেন তিনি। এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সের প্রস্তুতি নিয়েছেন। গত বছর নভেম্বর মাসে তাঁর কন্যা জন্মেছে। এই প্রতিযোগিতার জন্য তার থেকেও দূরে থেকেছেন গুলবীর। তার পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।গুলবীরের সঙ্গে লড়াই চিল জাপানের মেবুকি সুজুকির। তিনি রুপো জিতেছেন। ২৮ মিনিট ৪৩.৮৪ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করেছেন তিনি। অর্থাৎ, গুলবীরের থেকে ৫.১১ সেকেন্ড বেশি সময় নিয়েছেন তিনি। ২৮ মিনিট ৪৬.৮২ সেকেন্ডে দৌড় শেষ করে ব্রোঞ্জ জিতেছেন বাহরিনের আলবার্ট কিবিচি রপ। অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয়েছে ভারতের সাওয়ান বারওয়ালের। চতুর্থ স্থানে শেষ করেছেন তিনি।শেষ বার ২০১৭ সালে এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সে ১০,০০০ মিটার দৌড়ে সোনা জিতেছিলেন ভারতের জি লক্ষ্মনণ। তার পরে গত আট বছরে কেউ সোনা জিততে পারেননি। সেই খরা কাটালেন গুলবীর।এই প্রতিযোগিতায় জোড়া সোনা জেতার সুযোগ রয়েছে গুলবীরের। শুক্রবার ৫০০০ মিটার দৌড়ের ফাইনাল খেলবেন তিনি। গত ফেব্রুয়ারিতে বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা

ফুটবল : চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যে বার পূজা করে দল গঠন করলো সরোজ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ঘরোয়া সি ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে। এরপরই রাজ্য ফুটবল সংস্থার উদ্যোগে শুরু হবে বি ডিভিশন লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। এই লক্ষ্যে দল গঠন করলো সরোজ সংঘ দল। বি ডিভিশনে নামার পূর্বে বরাবরের মতো এবারও সরোজ সংঘের মাঠে বার পুজো দিলো ক্লাবের কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার এই বার পুজোয় উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন ক্লাবের সচিব দুলাল সাহা সহ অন্যান্যরা। চ্যাম্পিয়নের লক্ষ্যেই এবছর মাঠে নামবে সরোজ সংঘের ফুটবল দল, এমনটাই জানালেন ক্লাবের সম্পাদক দুলাল সাহা। কোচ হিসেবে রয়েছেন প্রাক্তন ফুটবলার প্রণব সরকার। ক্লাব সম্পাদক সহ প্রত্যেকেই আশাবাদী এবছর তারা শিরোপা দখল করবেই।

আগরতলার জি এস ফিটনেস প্লাটিনাম ন্যাশনাল আইকন অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দারুন সম্মান। সর্বভারতীয় স্তরের পুরস্কার। ন্যাশনাল আইকন আওয়ার্ড। ত্রিপুরার নাম আবারও উজ্জ্বল হলো। জি এস ফিটনেস প্লাটিনামের সৌজন্যে। মুম্বাইতে আরম্ভর পুর পূর্ণ এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বলিউড অভিনেত্রী নেহা শর্মা আগরতলার জি এস ফিটনেস প্লাটিনাম এর প্রতিষ্ঠাতা, কর্ণধার গোবিন্দ সাহা-র হাতে মর্যাদাপূর্ণ এই ন্যাশনাল আইকন অ্যাওয়ার্ড তুলে দিয়েছেন। এদিকে ত্রিপুরা বডি বিল্ডার্স এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের ঐতিহ্যমন্ডিত জি এস ফিটনেস-এর দুর্দান্ত সাফল্যে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

ফাঁক কাজে লাগিয়ে পরের মরসুমের দল গোছাচ্ছেন ধোনি-দ্রাবিড়েরা!

ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের কারণে আপাতত এক সপ্তাহ বন্ধ আইপিএল। তবে শুক্রবার এই প্রতিযোগিতা বন্ধ হওয়ার আগেই অনেক দল পরের মরসুমের জন্য নিজেদের গোছাতে শুরু করে দিয়েছে। বিশেষ করে যারা প্লে-অফ থেকে ছিটকে গিয়েছে। আইপিএলের নিয়মের একটি ফাঁককে কাজে লাগাচ্ছে তারা।

গত কয়েক দিনে আইপিএলের বিভিন্ন দলকে একাধিক পরিবর্ত ক্রিকেটার নিতে দেখা গিয়েছে। চেন্নাই যেমন আয়ুষ মাত্রে, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, উর্বিল পটেলকে নিয়েছে। রাজস্থান লুয়ান-দ্রে প্রিটোরিয়াস এবং নান্দ্রে বার্গারকে সই করিয়েছে। হায়দরাবাদ সই করিয়েছে হর্ষ দুবেকে। দিল্লি নিয়েছে সেদিকুল্লাহ অটলকে।

গত এক সপ্তাহে পরিবর্ত ক্রিকেটার নেওয়ার ধুম লেগেছে আইপিএলে। প্রায় প্রতি দিনই একাধিক দল নতুন ক্রিকেটার নিয়েছে। আইপিএলের নিয়মে বলা আছে, কোনও দল নিজেদের ১২তম ম্যাচ খেলার আগে পরিবর্ত ক্রিকেটার নিতে পারবে। কিছু দল ১২ ম্যাচ খেলে ফেললেও অনেকেই খেলেনি।

না, হয়নি। এই নিয়ম আইপিএলের প্রথম মরসুম থেকে রয়েছে। কোনও দল যাতে মরসুমের মাঝপথে বিপদে না পড়ে তাই এই নিয়ম করা হয়েছিল। এই নিয়মে, যদি কোনও ক্রিকেটার নিলামে নাম লিখিয়েও অবিক্রিত থেকে যান, তা হলে মরসুমের মাঝপথে তাঁকে ন্যূনতম মূল্যে (বেস প্রাইস) সই করানো যায়। ২০১১ সালে ডার্ক ন্যানেস চোট পাওয়ার পর বেঙ্গালুরু সই করিয়েছিল ক্রিস গেলকে। সেই গেল বেঙ্গালুরুকে কত সাফল্য এনে দিয়েছেন তা সকলেই জানেন। তর্কাতীত ভাবে গেল আইপিএলে খেলা সেরা বিদেশি। বেঙ্গালুরুর এখনকার অধিনায়ক যিনি, সেই রজত পাটীদারকেও ২০২২ সালে লাভনিত সিসোদিয়ার পরিবর্ত হিসাবে সই করানো হয়েছিল।

মহানিলামে বহু ক্রিকেটারকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়েছিল। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল ক্রিকেটার ছাড়াও, স্থানীয় টি-টোয়েন্টি লিগে নজরকাড়া ক্রিকেটারেরাও ভাল দামে বিক্রি হয়েছেন। বিভিন্ন দেশের লিগে খেলা সফল ক্রিকেটারদের নিয়েও লড়াই হয়। তবে কিছু দল বুদ্ধি করে ক্রিকেটার বেছে রাখলেও নিলামে কেনেনি। পরে চোট পাওয়া ক্রিকেটারদের পরিবর্ত হিসাবে নিয়েছে অনেক কম দামে। আয়ুষ, বার্গারের মতো ক্রিকেটারদের নিয়ে নিলামে লড়াই হওয়াই স্বাভাবিক।

আইনের ফাঁকটি হল, কোনও দল চাইলে পরিবর্ত ক্রিকেটার এবং চোট পাওয়া ক্রিকেটার, দু'জনকেই পরের মরসুমে ধরে রাখতে পারবে। উদাহরণস্বরূপ, চেন্নাই আয়ুষকে সই করিয়েছে রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের বদলে। আগামী মরসুমে দু'জনকেই ধরে রাখতে পারবে তারা। আয়ুষকে যে হেতু কম দামে কেনা হয়েছে, তাই অন্য কোনও দামী অথচ অসফল ক্রিকেটারকে ছেড়ে দিতে পারে তারা। এতে মিনি নিলামে নতুন ক্রিকেটার কেনার অর্থও হাতে থাকবে।

হায়দরাবাদের কথা ধরা যাক। তারা অ্যাডাম জাম্পার পরিবর্ত হিসাবে নিয়েছিল স্মরণ রবিচন্দ্রনকে। সেই স্মরণও ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছে হর্ষকে। মিনি নিলামের আগে হায়দরাবাদ চাইলে জাম্পা, স্মরণ এবং হর্ষ তিন জনকেই ধরে রাখতে পারে।

রোহিতের অবসর কি বোর্ডের চাপে?

হঠাৎ করে আইপিএলের মাঝে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন রোহিত শর্মা। গত বুধবার তাঁর এই সিদ্ধান্ত কি চাপে পড়ে? আইপিএল হবে কি না, সেটা বাদ দিলে ভারতীয় ক্রিকেটে এখন এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। একটি ইমেল এবং একটি ফোন নানা জল্পনা উস্কে দিচ্ছে।

বুধবার ৭ মে সন্ধ্যায় অবসরের সিদ্ধান্ত ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে জানিয়েছিলেন রোহিত। জানা যাচ্ছে, তার ঠিক আগে বিকেলে বোর্ডকে একটি ইমেল করেছিলেন রোহিত। সেখানে লাল বলের ক্রিকেট নিয়ে তিনি ঠিক কী ভাবছেন, তা পরিষ্কার করে বোর্ডকে জানিয়ে দেন। সেই ইমেলে কড়া কিছু কথা লেখা হয়েছিল বলে অনেকে মনে করছেন। তার পরেই সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। রোহিত যে সময় সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন, প্রায় একই সময় প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকরকে মুম্বইয়ের ক্রিকেট ক্লাব অফ ইন্ডিয়ায় দেখা যায়। তিনি দীর্ঘ ক্ষণ ফোনে কথা বলছিলেন। কার সঙ্গে কথা বলছিলেন, সেটা যদিও জানা যায়নি।

তার পর থেকেই রোহিতের অবসর নিয়ে আঙুল উঠছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দিকে। বলা হচ্ছে বোর্ডের চাপেই অবসর নিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। কিন্তু বোর্ডের সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল জানালেন, বিসিসিআই-এর তরফে রোহিতকে কোনও রকম চাপ দেওয়া হয়নি অবসর নেওয়ার জন্য।

২০ জুন থেকে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্ট সিরিজ শুরু হবে। তার দল গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বোর্ড। এর মাঝেই অবসর নেন রোহিত। সংবাদ সংস্থা কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুক্ল বলেন, "রোহিত নিজেই অবসর নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওর সেই সিদ্ধান্তকে আমরা সম্মান জানিয়েছি। কোনও ক্রিকেটার অবসর নিতে চাইলে আমরা কখনও বাধা দিই না। কোনও চাপ দিই না আমরা। কোনও পরামর্শও দিই না। এটাই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নিয়ম। টেস্ট ক্রিকেটকে অনেক কিছু দিয়েছে রোহিত। যতই বাহবা দিই, কম হবে। সবচেয়ে ভাল দিক হচ্ছে, ও ক্রিকেট থেকে অবসর নেয়নি। ওর অভিজ্ঞতা এবং প্রতিভা আমাদের কাজে লাগবে।"

পিএসএল'কে 'না' আমিরশাহীর

দেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে এক সপ্তাহের জন্য আইপিএল স্থগিত রেখেছে বিসিসিআই। কিন্তু তারপরও কি আইপিএল চালু করা যাবে? যদি সেটা না হয়, তাহলে হয়তো ভারতের বাইরে বিকল্প ভেন্যু বেছে নিতে হবে। আর সেই প্রস্তাব এলে সাদরে গ্রহণ করবে ইংল্যান্ড ও ওয়েলশ ক্রিকেট বোর্ড। যেখানে পিএসএলের দরজা আরব আমিরশাহী বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানে ভারতের জন্য অপেক্ষা করছে ইংল্যান্ড বোর্ড।

এই বিষয়ে ইসিবি'র চিফ রিচার্ড গৌল্ড জানান, "যদি সম্ভব হয়, তাহলে আমরা বিসিসিআই'কে সাহায্য করব।" এমনকী ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনও এ হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'ইংল্যান্ডে কি আইপিএলের বাকি ম্যাচ শেষ করা যায়? আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ভেন্যু রয়েছে। সামনে টেস্ট সিরিজ রয়েছে, তার জন্য থাকতেও পারবে। ওই ভাবছি আর কী!' এখনও আইপিএলে বাকি ১২টি লিগ পর্যায়ের ম্যাচ, চারটি প্লে অফ ম্যাচ-সহ ফাইনাল। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও ঘোষণা করা হয়নি বাকি ম্যাচগুলি কবে হবে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সম্ভাব্য সময়সূচিও।

ঘটনা হচ্ছে, বোর্ডকেও ভাবতে হবে পরে কীভাবে আইপিএল করা সম্ভব। সেপ্টেম্বরে উনিশ দিন ধরে চলার কথা এশিয়া কাপের। যেখানে দু'টো ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল। যা থেকে বিশাল অঙ্কের মুনাফা পেতে পারতেন সম্প্রচারকারী সংস্থারা। এ মুহূর্তে এশীয় ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। সীমান্ত উত্তেজনার কারণে যদি এশিয়া কাপে ভারত না খেলতে চায়, টুর্নামেন্ট যদি বাতিল করে দিতে হয়, তা হলে ক্ষতির দায়ভার পুরোটাই এসে পড়বে পাক বোর্ডের চেয়ারম্যানের উপর। তাঁকেই তখন জবাবদিহি দিতে হবে সম্প্রচারকারী সংস্থাদের কাছে।

আগামী জুন মাসে আইপিএলের শেষাংশ আয়োজন করা সম্ভব নয়। কারণ, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে ভারত চলে যাবে বিলেতে। অগাস্টে বাকি আইপিএল আয়োজন করার একটা সম্ভাবনা ছিল বাংলাদেশ সফর বাতিল করে। কিন্তু সেই সময় আবার 'দ্য হান্ড্রেড' চলবে। যা কি না ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের টুর্নামেন্ট। যা চলবে আগামী ৫ অগাস্ট থেকে ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত।

এম.বি.বি. বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রযুক্তিগুলিকে সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে গ্রহণে জোর রাজ্যপালের

যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যেতে হবে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে।। বর্তমানে প্রযুক্তির উন্নয়নের গতি অভূতপূর্ব। যা প্রতি মুহূর্তে আমাদের জীবনযাত্রার রূপকে বদলে দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই প্রযুক্তিগুলিকে সতর্কতা ও সচেতনতার সাথে গ্রহণ করতে হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন সমারোহে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাও। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি টি. অমরনাথ গৌড়কে ডিগ্রি অব লিটারেচার (ছদ্রদ্রদ্রুন্দ ঋ্খথন্ডন্স্খ) সম্মানে ভূষিত করা হয়।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ছিলেন সত্যিকারের এক প্রগতিশীল ব্যক্তি। যিনি বুঝতে পেরেছিলেন রাজ্যের ভবিষ্যৎ শিক্ষার আধুনিকীকরণের উপর নির্ভর করে। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগেও মানবতাবাদ, সহানুভূতি, সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে সমাজের নিকট মহামূল্যবান করে তোলে। তিনি বলেন, প্রযুক্তি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু শিখন দক্ষতা ও মূল্যবোধ চিরস্থায়ী থাকে। চেতনা, দৃঢ়তা, সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতিকে সঙ্গে করে রাজ্যের উন্নয়নে সকলকে কাজ করার জন্য রাজ্যপাল এই অনুষ্ঠানে আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, রাজ্য সরকার মহারাজা বীরবিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়কে সার্বিকভাবে গুণমানসম্পন্ন একটি উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে সরকার।

তিনি বলেন, সমাবর্তন অনুষ্ঠান ডিগ্রিপ্রাপ্ত পড়ুয়াদের জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটা ঐতিহ্য রয়েছে। আগে বিদেশ থেকে পড়ুয়ারা আমাদের দেশের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে আসতেন। শিক্ষার এই ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের দেশের ঐতিহ্যগত কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও পরম্পরার উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ বছর পর নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছে।

রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করা হচ্ছে। গণিত, বিজ্ঞান, যোগব্যায়াম এবং দর্শনশাস্ত্রে ভারতের অবদান এখনও বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ এই গৌরবপূর্ণ ঐতিহ্যকে আধুনিক পাঠ্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এম.বি.বি. বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেমের উপর একটি কোর্স চালু করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ারের সুযোগ আরও প্রসারিত করতে এম.বি.বি. বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.বি.এ, এম.বি.এ, বি.সি.এ., এম.সি.এ, বি.এসসি. এবং বায়োটেকনোলজিতে এম.এস.সি. কোর্স চালু করার পরিকল্পনার কথাও মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এ.আই.)-এর মতো প্রযুক্তি ব্যবহার শিক্ষাকে আরও কার্যকর এবং ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয়াদিল্লিতে বি.এল.ও., সুপারভাইজারদের ৮ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু

নয়াদিল্লি, ২৯ মে: নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট (আই.আই. আই.ডি.ই.এম.)-এ আজ বি.এল.ও. সুপারভাইজারদের ৮ম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। আই, আই, আই.ডি.ই.এম.-এ প্রশিক্ষণার্থীদের এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাচ যাতে রয়েছে উত্তরপ্রদেশের ১১৮ জন, মধ্যপ্রদেশের ১৩০ জন, ছত্তিসগড়ের ৯৬ জন এবং হরিয়ানা থেকে ২৯ জন প্রশিক্ষণার্থী। এই রাজ্যগুলির বি.এল.ও, বি.এল.ও. সুপারভাইজার এবং নির্বাচক নিবন্ধন আধিকারিক মিলিয়ে মোট ৩৭৩ জন এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন। বিগত দু"মাসে এই প্রতিষ্ঠানে ৩,৭২০ জনের বেশি ক্ষেত্রীয় পর্যায়ের নির্বাচন কর্মী প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। ভারতের নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫০, ১৯৫১ রেজিস্ট্রেশন অব ইলেক্টর্স রুলস ১৯৬০, কন্ডাক্ট অব ইলেকশন রুলস, ১৯৬১ এবং সময় সময় নির্বাচন কমিশনের জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করতে এই প্রশিক্ষণ খুবই জরুরি। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচন কর্মীদের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর ১ম ও ২য় আপিলের ক্ষেত্রে কি করণীয় সে সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ছত্তিসগড়, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে ৬-১০ জানুয়ারি, ২০২৫-এ বিশেষ সামারি রিভিশনের পর কোনও আপিল জমা পড়েনি।

তাছাড়া এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্বাচন কর্মীদের ভোটার রেজিস্ট্রেশন, ফর্ম পূরণ করা, ক্ষেত্রীয় পর্যায়ে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা, বিভিন্ন আই.টি. টুল ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে হাতেকলমে শেখানো হয়। মকপোল সহ ই.ভি.এম., ভি.ভি. প্যাট পরিচালনা করাও দেখানো হয়ে থাকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে।

কাঁকড়াবনে অনুষ্ঠিত বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযানের সূচনা করলেন অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঁকড়াবন, ২৯ মে : খারিফ মরশুমকে সামনে রেখে কৃষিক্ষেত্র আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য শুরু হল বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান। আজ থেকে সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরাতেও শুরু হবে বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান। অভিযান চলবে আগামী ১২ জুন পর্যন্ত।

বৃহস্পতিবার উদয়পুর পূর্ব পালাটানা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাকড়াবন এগ্রিকালচার সাব ডিভিশনা অধীন বিকশিত কৃষি সংকল্প অভিযান পূর্ব পালাটানা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে ছোট্ট চারা গাছে জল দিয়ে উদ্বোধনের শুভ সূচনা করেন অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, এ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, গোমতি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি সুজন সেন, উদয়পুর পৌর পরিষদের পৌরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, কাকরাবন আর ডি ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান উপেন্দ্র জমাতিয়া সহ কৃষি দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ।

অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেশে কৃষিক্ষেত্রের সমৃদ্ধি ঘটানো এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ধারণাকে কৃষকদের কাছে পৌঁছানো। এছাড়াও ক্ষেত্র পর্য্যায়ে গিয়ে কৃষকদের কাজ থেকে কৃষির প্রকৃত তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া। পাশাপাশি কৃষকদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া।

আরো বলেন, এই কর্মসূচির আরও যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা হলো কিভাবে আমরা কৃষিতে আত্মনির্ভর হতে পারি। এছাড়াও সভাগুলিতে কৃষকদের উন্নতির স্বার্থে এবং কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে। সভাগুলিতে কৃষকদের চাহিদা, সুবিধা-অসুবিধা, কেমন মাটিতে কি ধরণের চাষ, উন্নত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, জৈবচাষ পদ্ধতি, জৈবচাষের গুরুত্ব, কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার, জলবায়ু অনুকূল চাষ পদ্ধতি, আবহাওয়া এবং ফসলবীমা সম্পর্কে অবহিতকরণ, পশুপালন পদ্ধতি, মৎস্যচাষ পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

মামলা তুলে নিতে আক্রান্ত পরিবারের উপর চাপ জীবন বাঁচাতে বিশালগড় থানায় দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৯ মে : মামলা তুলে নিতে আক্রান্ত পরিবারের উপর চাপ, নিজেদের জীবন বাঁচাতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় দারস্ত হলো আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা বৃহস্পতিবার বিকেলে।

ঘনিয়ামাড়া এলাকার নারায়ন দাসের উপর কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে পার্শবর্তী বাড়ির সজল মালাকার অনন্ত মালাকার ২৮শে মে-২০২৫ তারিখে রাতের আঁধারে এলোপাথারে আক্রমণ চালায় বলেন অভিযোগ। এতে আহত হয় নারায়ণ দাস। বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়তে আক্রান্ত নারায়ন দাস। আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা বিশালগড় থানায় অভিযুক্তদের নাম দিয়ে থানায় মামলা করার পর আক্রান্ত পরিবারের উপর সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে একাধিকবার আক্রমণ চালাচ্ছে অভিযুক্তরা। নিজেদের জীবন বাঁচাতে পুনরায় বিশালগড় থানায় দারস্ত হন আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা।

তাদের অভিযোগ, গতকাল রাতে হঠাৎ নারায়ন দাসের বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা চালায় প্রতিবেশী সজল মালাকার। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন নারায়ন দাসের। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে থানায় মামলা করা হয়েছে। তবে এখন মামলা তুলে নেওয়ার জন্য নারায়ণ দাসের পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। বাড়িতে এসে কয়েকবার ইতিমধ্যে হুমকি প্রদান করা হয়েছে। প্রশাসনের কাছে নিরাপত্তার আবেদন করেছেন নারায়ন দাসের পরিবারের সদস্যরা।

একই রাতে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনা, আটক কুখ্যাত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২৯ মে : একই রাতে দুই বাড়িতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চুরাইবাড়ি থানাধীন উত্তর ফুলবাড়ী গ্রামের ৪ নম্বর ওয়ার্ডে। বুধবার গভীর রাতে সংঘটিত এই ঘটনায় চোরের দল দুটি বাড়ি থেকে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালংকার লুট করে নিয়ে যায়। পুলিশ ইতিমধ্যেই কুখ্যাত এক চোরকে আটক করেছে।

জানা গেছে, প্রথমে এলাকার বাসিন্দা পীযূষ দাসের বাড়িতে হানা দেয় চোরেরা। রাতের অন্ধকারে মূল দরজা ভেঙে তারা ঘরে ঢুকে পড়ে এবং সেখান থেকে নগদ ১৫ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। কিছু সময় পরেই চোরের দল একই এলাকার অপর বাসিন্দা বিমল দাসের বাড়িতে চুরি চালায়। রান্নাঘরের জানালা ভেঙে তারা ঘরে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে স্বর্ণের একটি হার ও নগদ ১২ হাজার টাকা নিয়ে যায়।

বিমল দাসের পরিবারের সদস্যরা জানান, চুরির সময় চোরেরা ঘরের মূল ফটক বাইরে থেকে বন্ধ করে দেয়, যাতে কেউ বাইরে বের হতে না পারে। সকালে পরিবারের সদস্যরা ঘুম থেকে উঠে বিষয়টি লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে চুরাইবাড়ি থানায় খবর দেন।

পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে এবং ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর বয়ানের ভিত্তিতে চোর চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়। অভিযানে পুলিশের হাতে আটক হয় চোর দলের এক সদস্য আতাবুর রহমান। তাকে তার শ্বশুরবাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, আতাবুর রহমানকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুরো চক্রটির খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা চলছে। শিগগিরই চুরির ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের গ্রেফতার করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ।

ছয় দফা দাবিতে ডেপুটেশন সিপিআই কৈলাশহর বিভাগীয় পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে : নব গঠিত সিপিআই কৈলাসহর মহকুমা পরিষদ জনগণের স্বার্থ সম্বলিত বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে সরব হয়েছে। আজ ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সিপিআই কৈলাশহর বিভাগীয় পরিষদের উদ্যোগে দলের নেতৃত্বরা মহকুমা শাসকের নিকট এক ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন।

কৈলাসহর মহকুমা শাসকের সাথে যে ছয় দফা দাবি সনদকে সামনে রেখে ডেপুটেশন প্রদান করা হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো কৈলাশহর উত্তরাঞ্চলের ছিনিয়া ছড়া সহ জল নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন ছড়াগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত এলাকায় বাদ সংস্কার শুরু হয়নি সেই সমস্ত এলাকার বাঁধগুলিকে সংস্কার করা। কৈলাশহর পুর পরিষদের ড্রেন সংস্কার করে সেগুলিকে আরও গভীর করা যাতে বর্ষাকালে দ্রুত জল নিষ্কাশন হয়। রেগার মজুরী ৬০০ টাকা সহ দুইশো দিনের কাজের গ্যারান্টি প্রদান, আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে মানুষ যাতে নির্দ্বিধায় পশু ক্রয় করে বাড়িতে নিয়ে আসতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান করা ইত্যাদি।

এদিনেট এই ডেপুটেশনে প্রতিনিধি দলে ছিলেন সি পি আই কৈলা শহর বিভাগীয় পরিষদের সম্পাদক শায়েদ আলী বাদশা, সহ-সম্পাদিকা হাসনা বেগম, কোষাধক্ষ্য এস এম আলী, বিভাগীয় পরিষদের সদস্য আসব আলী আব্দুল হোসেন মোল্লা সহ অন্যান্যরা।

লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৯ মে : লক্ষাধিক টাকার বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করেছে পুলিশ।গোপন সূত্রের ভিত্তিতে ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বি, ডার্লং এর নেতৃত্বে কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশবাহিনী নুরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক পরিত্যক্ত জায়গা থেকে ৪ লক্ষ বার্মিজ সিগারেট উদ্ধার করে। ৪১ প্যাকেট এ ৪ লক্ষ বার্মিজ সিগারেটের বাজার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা।

কে বা কারা এই সিগারেটের প্যাকেট এনে রেখেছে পুলিশ তার তদন্ত করছে। তবে নেশা সামগ্রীগুলি উদ্ধারের সময় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ। কৈলাসহর পুলিশের এই বিশাল সাফল্যকে স্বাগত জানিয়েছেন কৈলাসহরের বুদ্ধিজীবী মহল। ধারনা করা হচ্ছে, বাঙলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে এই সিগারেটগুলি রাখা হয়েছে।

আজ বিশেষ অভিযানে ঊনকোটি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বি. ডার্লং, সহ কৈলাসহর থানার পুলিশ আধিকারিকগণ।

খোয়াই জেলা হাসপাতালে জেলা শাসকের পরিদর্শন পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৯ মে: আজ খোয়াই জেলা হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন জেলা শাসক ও কালেক্টর **রাজত পান্ত**। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেন্ডেন্ট , চিফ মেডিক্যাল অফিসার, আরডি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার এবং ডা. রাজেশ দেববর্মা সহ একাধিক দপ্তরের কর্মকর্তা।

পরিদর্শনকালে আধিকারিকদের একটি দল চলমান সংস্কার কাজগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। হাসপাতালের পরিকাঠামো এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নয়নের লক্ষ্যে নেওয়া পদক্ষেপগুলির অগ্রগতি এবং গুণমান নিশ্চিত করতে এই পরিদর্শন পরিচালিত হয় ।জেলা শাসক সকল আধিকারিককে সময়মতো কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন এবং বলেন যে, "সাধারণ মানুষের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে আমাদের একযোগে কাজ করতে হবে।"খোয়াই জেলা হাসপাতালকে আধুনিক ও সুলভ চিকিৎসা ব্যবস্থার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশাসনের এই তৎপরতা সাধুবাদ পাচ্ছে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে।

গোমতী জেলা হাসপাতালে বিনামূল্যে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৯ মে : বয়স্ক ও প্রবীণ ব্যক্তিসহ অন্যান্য চোখের সমস্যার রোগীরা গোমতী জেলা হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার সহ চোখের নানা সমস্যার চিকিৎসা করে উপকৃত হচ্ছেন। গত ২৮ মে গোমতী জেলা হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের চক্ষু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মোট ৩৩ জনের চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করেছেন। জেলার বিভিন্ন স্থানে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের মধ্যে উপস্থিত রোগীদের মধ্যে যাদের চোখে ছানি সনাক্ত করা হয় তাদের বিনামূল্যে জেলা হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে চোখের ছানির অস্ত্রোপচার করা হয় ।এই অস্ত্রোপচারে ছিলেন গোমতী জেলা হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক সার্জন ডাঃ ছন্দম আচার্য্য, অপথালমোলজিস্ট ডাঃ শ্যামুয়্যাল দেববর্মা, অপটোমেট্রিস্ট ভবতোষ শীল এবং নার্সিং অফিসার সঞ্চিতা রুদ্র পাল সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। অস্ত্রোপচারের পর প্রত্যেককে নিয়মিত চোখের যত্ন নেওয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি রোগীদের বিনামূল্যে চোখের ওষুধ ও চশমা প্রদান করা হয়। গোমতী জেলা হাসপাতালেই চক্ষু বিভাগে বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসকদের চিকিৎসা পরিষেবা পেয়ে রোগী সহ তাদের পরিবার পরিজনেরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

রোগী ও সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ চরমে, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের রাস্তা পরিদর্শনে বিধায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৯ মে।। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারবিহীন অবস্থায় পড়ে থাকা তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের সংযুক্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি এখন একাধিক গর্তে ভরা। এই রাস্তায় যাতায়াতে রোগী ও সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। বিশেষত প্রসূতি মায়েদের হাসপাতালে পৌঁছাতে গিয়ে সমস্যার মাত্রা আরও বেড়েছে। এই করুণ পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শনে যান তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মাননীয়া বিধায়িকা ও রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

পরিদর্শনের সময় বিধায়িকা দেখেন, বহিরাজ্যের ঠিকাদারি সংস্থা 'ভাবিয়া কনস্ট্রাকশন' গত এক বছর আগে কাজ শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত রাস্তার সংস্কারে কার্যত কোনো অগ্রগতি নেই। রাস্তাটি বড় বড় গর্তে পরিণত হয়েছে, আর বর্ষা মরসুমের প্রাক্কালে এই অবস্থা আরও ভয়াবহ আকার নিচ্ছে। জনস্বার্থে চরম অবহেলার অভিযোগ তুলে, বিধায়িকা সংস্থার ম্যানেজারকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন এবং দ্রুত সময়সীমার মধ্যে গুণগতমান বজায় রেখে কাজ সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, "জনগণের টাকায় বরাদ্দ এই প্রকল্পের একবিন্দু অপচয় বরদাস্ত করা হবে না। এই দায়িত্বহীনতা জনগণের সঙ্গে সরাসরি প্রতারণা।" তিনি আরও বলেন, "একটি রাস্তা মানে শুধু ইট-পাথর নয়, এটি একজন রোগীর বাঁচার আশা, একজন মায়ের উদ্বেগ।" বিধায়িকার এই তৎপরতায় এলাকাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে এবং তাঁর কার্যকর পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

একই দিনে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় তেলিয়ামুড়া শহরের ভেন্ডার জোন ও নাগরিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের লক্ষ্যে শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তেলিয়ামুড়া পুরপরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, টিইউডিএ-র আধিকারিক, ইঞ্জিনিয়ার এবং অন্যান্য প্রতিনিধিরা। জনগণের স্বার্থে এমন সক্রিয় নজরদারি ও প্রশাসনিক তৎপরতা আগামী দিনে আরও উন্নয়নের আশ্বাস জাগিয়েছে বলে মত স্থানীয়দের।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ৩১শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/বিলোনিয়া, ২৯ মে ত্রিপুরা জার্নালিস্টস ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন আগরতলা প্রেসক্লাবে আগামী ৩১ মে, শনিবার সকাল দশটায় শুরু হবে। সম্মেলনে উদ্বোধক এবং সম্মানিত বিশেষ অতিথি হিসেবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (প্রফেসর) ডঃ মানিক সাহা, মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য সুশান্ত চৌধুরী প্রমূখ উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। পৌরহিত্য করবেন ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সভাপতি তথা সর্বভারতীয় জার্নালিস্ট ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক প্রণব সরকার।

এদিকে এই দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে সব কটি জেলায়, জেলা কমিটির উদ্যোগে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে গোমতী জেলা কমিটির সম্মেলনে রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য প্রণজিৎ সিংহ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে, বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত দক্ষিণ জেলা কমিটির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে বিলোনিয়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, বিলোনিয়া আকাশবাণী কার্য্যনির্বাহী আধিকারিক দেবাশিস সেনগুপ্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন দক্ষিণ জেলা কমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। বৃহস্পতিবার বেলা ১টা ৩০ মিনিটে বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সুচনা করেন অতিথিগন।

অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, বিলোনিয়া আকাশবাণীর কার্য্য নির্বাহী আধিকারিক দেবাশীষ সেনগুপ্ত সহ অন্যান্যরা। এছাড়া সাব্রুম ও শান্তিরবাজার সহ বিলোনিয়া মহকুমার সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন এই দিনের সম্মেলনে।

আগামী ৩১শে মে ২০২৫ ইং শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে রাজ্যভিত্তিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেই প্রস্তুতি নিয়ে এই সম্মেলন আয়োজিত হয় বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে। উপস্থিত অতিথিগন সংবাদ মাধ্যমের ভুমিকার প্রশংসা করে, মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য আহ্বান জানান। আলোচনার পর জেলার তিন মহকুমা থেকে আগত ইউনিয়নের সদস্যরা বিভিন্ন মতামত উপস্থাপন করেন। সেই সমস্যা গত মতামত দাবি দাওয়া গুলি আগরতলা রাজ্যে ভিত্তিক বার্ষিক সম্মেলনে উত্থাপন করা হবে বলে জানান ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি স্নেহাশীষ চক্রবর্তী।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas